ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 October, 2020 ■ আগরতলা, ১৫ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ২৮ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বুধবার আগরতলায় একটি প্যান্ডেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেবী দুর্গার প্রতিমা। ছবি নিজস্ব।

মহিলাকে ধাক্কা, গণপিটুনিতে মৃত্যু বাইসাইকেল চালকের মৃতদেহ নিয়ে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। বাই-সাইকেলের ধাক্কায় জনৈক মহিলা এবং তাঁর কোলের শিশুর আঘাত পাওয়ার ঘটনায় বাই-সাইকেল চালকের গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে বুধবার। মৃতদেহ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা রাস্তা অবরোধ করেছেন। জনরোষে বড়জলা এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

বড়জলা টিআরটিসি এলাকার বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর অরুণ কুমার দাস (৪৫) গণপিটুনিতে গুরুতর আক্রান্ত হওয়ার পর আজ মারা গেছেন। তাঁর পরিবারে স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, বৃদ্ধ মা ও এক ভাই রয়েছেন। গত শনিবার বাই-সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় এক মহিলাকে ধাক্কা দেন তিনি। তাতে তার কোলের শিশুটি পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছিল। ওই ঘটনায় স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাকে প্রচণ্ড মারধর করেছিলেন। কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে ওইদিন তিনি বাড়ি যেতে সক্ষম হন। কিন্তু বাড়িতে যাওয়ার পর সন্ধ্যা থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, তিনি মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

বড়জলায় উত্তেজনা

বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রের খবর, অরুণ কুমার দাসের মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তিনি অচৈতন্য ছিলেন। আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যরা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে এনসিসি থানার পুলিশ হাসপাতালে ছুটে যায়। দুপুর দেড়টা নাগাদ বড়জলার বিধায়ক ডা. দিলীপ দাসও হাসপাতালে যান। কোনক্রমে বুঝিয়ে মৃতদেহ নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু সন্ধ্যায় মৃতদেহ নিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বড়জলা টিআরটিসি এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন।

এদিকে, রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে এনসিসি এসডিপিও প্রিয়া মাধুরি মজুমদার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে অবরোধস্থলে যান। বিধায়ক ডা. দিলীপ দাসও খবর পেয়ে ছুটে যান সেখানে। কিন্তু মৃতের পরিবারের রোষানলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় জনগণও প্রশ্ন তুলেন, গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার নেই কোন স্বার্থে। পুলিশ এবং বিধায়ক উভয়েই নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে, মৃতের পরিবারের কান্নায় বড়জলা টিআরটিসি এলাকার বাতাস ভারী হয়ে গেছে।

তাঁদের অভিযোগ, গণপিটুনির পর কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি। প্রকাশ্য দিবালোকে অরুণ কুমার দাসকে মারধর করা হয়েছে। অথচ অভিযুক্ত একজনকেও পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। এ-বিষয়ে বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, বর্বরতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন হয়েছে। একজন নিরীহ ব্যক্তিকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করার ঘটনা নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি জানান, আজ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও দুজনকে পুলিশ খুঁজছে। তবে ঘটনার সাথে সাথে দোষীদের গ্রেফতার করা উচিত ছিল। তিনি বলেন, মৃতের পরিবারকে সবরকম সহায়তা করা হবে। তাঁদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। তিনি সাফ জানিয়েছেন, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হবে।

এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেফতারের পাশাপাশি আরও দুজনের খুঁজে তল্লাশি চলছে। এজাহারে যে মহিলার নাম রয়েছে তাঁকেও খোঁজ করা হচ্ছে। শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলে পুলিশ আশা প্রকাশ করেছে। রাত আটটা নাগাদ রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার হয়েছে।

১৯৬ জোড়া উৎসব স্পেশাল ট্রেন পূর্বোত্তরেও মিলবে পরিষেবা

গুয়াহাটি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে ভারতীয় রেলওয়ে 'উৎসব স্পেশাল' পরিষেবার অধীনে ১৯৬ জোড়া মোট ৩৯২টি ট্রেন চালানোর জন্য রেলমন্ত্রক অনুমোদন দিয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির পরিচালনা ২০ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে হবে। উৎসব স্পেশাল পরিষেবাগুলির ভাড়া স্পেশাল ট্রেনের হিসেবে প্রযোজ্য হবে। পূর্বোত্তরেও এই বিশেষ পরিষেবার সুযোগ মিলবে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ।

জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দের কথায়, উৎসব স্পেশালের অধিকাংশ ট্রেনই অসম থেকে চলাচল করবে। পূর্বোত্তরের অন্য রাজ্য থেকে চলাচলের এখনও সূচি নির্ধারিত হয়নি। তিনি জানিয়েছেন, ০২৫১৭/০২৫১৮ কলকাতা-গুয়াহাটি-কলকাতা ত্রি-সাপ্তাহিক স্পেশাল এক্সপ্রেস, ০২৫০৫/০২৫০৬ কামাখ্যা-আনন্দবিহার-কামাখ্যা দৈনিক স্পেশাল এক্সপ্রেস, ০২৫১৩/০২৫১৪ গুয়াহাটি-সেকেন্দ্রাবাদ- গুয়াহাটি সাপ্তাহিক স্পেশাল এক্সপ্রেস, ০৫৬১১/০৫৬১২ গুয়াহাটি-শিলচর-গুয়াহাটি ত্রি-সাপ্তাহিক স্পেশাল এক্সপ্রেস, ০২৩৪৩/০২৩৪৪ শিয়ালদহ-নিউ জলপাইগুড়ি-শিয়ালদহ দৈনিক স্পেশাল এক্সপ্রেস, ০৩১৪১/০৩১৪২ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ দৈনিক স্পেশাল এক্সপ্রেস এবং ০৯৬০১/০৯৬০২ উদয়পুর-নিউ জলপাইগুড়ি -উদয়পুর সাপ্তাহিক স্পেশাল এক্সপ্রেস চলাচল করবে।

তিনি বলেন, এই উৎসব স্পেশালগুলির চলাচল শুরু হলে বর্তমান উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের ভিড় হ্রাস হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, এই ট্রেনগুলিতে কোনও অসংরক্ষিত কামরা থাকবে না। যাত্রীদের অবশ্যই আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে এবং স্টেশন ও ট্রেন উভয় স্থানেই কঠোরভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। তিনি জানান, প্রবেশ ও যাত্রা করার সময়ে অবশ্য মুখের আবরণ পরিধান বাধ্যতামূলক। সাথে তিনি যোগ করেন, নিশ্চিত টিকিট সহ শুধুমাত্র লক্ষণহীন যাত্রীদেরই রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, এই স্পেশাল ট্রেনগুলো চলাচলের তারিখ খুব শীঘ্রই জানাবে ভারতীয় রেলওয়ে।

আজ এডিসি এলাকায় ২৪ ঘন্টার বন্‌ধ ডাকল আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। তিপ্রাল্যান্ড সহ একাধিক দাবীতে চব্বিশ ঘন্টার এডিসি এলাকা বনধ পালন করবে আইপিএফটি। বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা থেকে শুক্রবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত এডিসি এলাকা স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত বিজেপি জোট সরকারের এই শরিক দল।

এই বন্‌ধকে ঘিরে আগামীকাল রাজ্যে রেল পরিষেবা স্থগিত রেখেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। চব্বিশ ঘন্টার এডিসি বন্‌ধের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জানিয়েছে। এদিকে, এই বন্‌ধকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য পুলিশ প্রশাসন সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একাধিক দাবি আদায়ে দিল্লি গেল বিজেপি জোট শরিক আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। শরিকি চাপ বাড়াতে দিল্লি গেলেন আইপিএফটি-র মন্ত্রী-বিধায়কগণ। জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ার নেতৃত্বে চারজন বিধায়ক কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বিভিন্ন দাবি আদায়ে আজ বুধবার আগরতলা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতির সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশায় রয়েছেন তাঁরা।

আজ আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে জনজাতি মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী দলীয় বিধায়কদের নিয়ে দিল্লি যাচ্ছি। তাঁর সাথে রয়েছেন বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সিন্ধুচন্দ্র জমাতিয়া এবং প্রশান্ত দেববর্মা। তাঁর কথায়, ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর দিল্লিতে বিভিন্ন ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতির সাথে দেখা করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, তিপ্রাল্যান্ড গঠন, হাইপাওয়ার মডালিটি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ এবং সংবিধানের ১২৫ তম সংশোধনী সংসদে পাশ করানোর বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করব। সাথে এডিসি নির্বাচন এবং ব্রু শরণার্থী ইস্যুতেও আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি জানান, ডোনার মন্ত্রী ড় জিতেন্দ্র সিং, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা এবং বিজেপি-র সর্বভারতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গোৎসব ঃ রাজ্যে পূজা মণ্ডপ পর্যবেক্ষণ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। করোনা-র প্রকোপে পূজা মণ্ডপ নির্মাণে কঠোর সরকারি নিয়ম পালন বাধ্যতামূলক করেছে ত্রিপুরা সরকার। সেই নিয়ম কীভাবে পালন করা হচ্ছে প্রশাসন তদারকি শুরু করেছে। নির্দিষ্ট উচ্চতা, খোলা মণ্ডপ তৈরি করতে হবে। তা তদারকি করতে বেরিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা প্রশাসন সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

জেলা প্রশাসনের চারটি দল ওই দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। বুধবার সদর ডিসিএম জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত সর্বত্র সরকারি নিয়মাবলী পালন করছেন পূজা আয়োজকরা। তিনি বলেন, পূজা মণ্ডপে বিশেষভাবে দেখা হচ্ছে বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দুর্গা প্রতিমা দর্শনের বন্দোবস্ত রয়েছে কিনা। কারণ, দর্শনার্থীরা বাইরে থেকেই প্রতিমা দর্শন করে চলে যেতে পারেন এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত পূজা আয়োজকদের।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত সমস্ত ক্লাবে সরকারি নিয়ম পালন করা হচ্ছে। পূজা মণ্ডপের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। তাছাড়া, পূজা মণ্ডপ বারবার স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। তিনি এদিন সকলকে অনুরোধ জানান, দুর্গোৎসবে নিজেকে নিরাপদে রেখেই প্রতিমা দর্শনে যাবেন।

অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে বিনা চিকিৎসায় শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। বিলোনিয়া হাসপাতাল থেকে উদয়পুর এর গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করা চার মাসের শিশু কন্যাকে অ্যাম্বুলেন্স এর অভাবে নিয়ে আসতে না পারায় বিনা চিকিৎসায় বিলোনিয়া হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিলোনিয়ার মশাইয়ের চম্পকনগর এলাকার শিবু ত্রিপুরার চার মাসের শিশু কন্যাকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক চার মাসের শিশু কন্যাকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।অ্যাম্বুলেন্সে করে শিশুকন্যাটিকে বিলোনিয়া হাসপাতাল থেকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার কথা। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাওয়ার পরও অ্যাম্বুলেন্সের কোন দেখা মেলেনি।অ্যাম্বুলেন্স এর অভাবে শিবু ত্রিপুরা নামে ওই ব্যক্তি তার চার মাসের শিশু কন্যাকে বিলোনিয়া হাসপাতাল থেকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসতে পারেননি।ফলে বিনাচিকিৎসায় বিলোনিয়া হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে চার মাসের শিশু কন্যা।

মৃত শিশু কন্যার পরিবারের লোকজনের অভিযোগ করেছেন সময়মতো এম্বুলেন্স পাওয়া গেলে শিশুকন্যাটিকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা সম্ভব হলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মৃত্যু নাবালিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে কলম চওড়া থানা এলাকার মানিকনগর গাঁও সভার ৫ নং ওয়ার্ডের১০বছর বয়সী এক নাবালিকার। জলে ডুবে মৃত্যু নাবালিকার নাম বিনা নামো। বাবার নাম রাধাচরণ নমো। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিনা নামে ওই নাবালিকাকে নিয়ে তার মা পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন। স্নান করে মা বাড়িতে ফিরে আসলেও নাবালিকা মেয়ে বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরবর্তী সময়ে খোঁজাখুঁজি করে পুকুরের জলে তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে যুবতী ধর্ষিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর এসব পৌরসভার জগন্নাথপুর চা বাগান এলাকায় চলন্ত গাড়িতে এক যুবতীকে ধর্ষণ এবং ধর্ষণ শেষে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে হত্যার চেষ্টার ঘটনায় এক ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তার করেছে কৈলাশহর থানার পুলিশ। আটক যুবকের নাম মুজাহিদ আলী। অভিযুক্ত অপর যুবক বদ্রুল ইসলাম পলাতক।ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িটি এখন পর্যন্ত আটক করা সম্ভব হয়নি।ঘটনায় জড়িত আটক যুবক মুজাহিদ আলীকে আজ আদালতে সোপর্দ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়ায় বিতর্কিত মুহুরী চর পরিদর্শন করলেন হাইকমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ অক্টোবর।। ভারত ও বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক আগেও ছিল বর্তমানেও আছে। মহুরী চরের যে সমস্যা সেই সমস্যা প্রায় শেষের পথে। দুদেশ আন্তরিকভাবে সমাধানের জন্য চেষ্টা করছে। বুধবার বিলোনিয়া মুহুরীঘাট অন্তশুল্ক বাণিজ্য কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে একথা বলেন ভারতস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের হাই কমিশনার মহম্মদ ইমরান।

এদিন বিলোনিয়ায় ঝটিকা সফরে যান ভারতস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের হাই কমিশনার মহম্মদইমরান। বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে মিলিত হন জেলাশাসক দেব প্রিয় বর্ধন, মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক , বিলোনিয়া পৌর পরিষদের পৌর মাতা শুক্লা দেব সরকার সহ অন্যান্যরা ন এরপর বাংলাদেশ হাইকমিশনার মোহাম্মদ ইমরান নির্ধারিত ভিজিটের কাজ শুরু করেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার প্রভাব বর্তমানে অনেকটাই আমাদের রাজ্যে কম রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারলেই রাজ্যবাসী উপকৃত হবেন। সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে। বুধবার মান্দাই ব্লকের বোরাখা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার)-এর নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে দেশে এ ধরনের দেড় লক্ষ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার নির্মাণ করার ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২০০৭ সালে কাজ শুরু হলেও বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এর পুনর্বিন্যাস হয়েছে। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন থেকে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে ওপিডি পরিষেবা সহ ২৪ ঘন্টা আইপিডি পরিষেবাও। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে এলাকার নাগরিকদের জন্য এক সুসংবাদ নিয়ে এসেছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। ১০ শয্যা বিশিষ্ট এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণে রাজ্য সরকারের প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সর্বোপরি রাজ্যবাসীর একান্ত সহযোগিতায় করোনার প্রভাব বর্তমানে অনেকটাই আমাদের রাজ্যে কম রয়েছে। সংক্রমণের হার ১০ শতাংশের নীচে। সুস্থতার হারও প্রায় ৮৫ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। করোনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব মানা সত্ত্বেও অনেকেই সংক্রমণের ব্যাপারে আতঙ্কিত হচ্ছেন। সেজন্য রাজ্য সরকার সেরো সার্ভের মাধ্যমে অ্যান্টিবডি টেস্ট প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে। যার মাধ্যমে বোঝা যাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শরীর কোভিডকে প্রতিহত করতে সক্ষম কিনা।

তিনি বলেন, রাজ্যে ১১৬টি কমিউনিটি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে জেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিনা নোটিশে জমি ভরা ধানের উপর বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ অক্টোবর।। বিলোনিয়া থেকে জোলাইবাড়ি পর্যন্ত ১০৮ নং জাতীয় সড়কের দক্ষিণ সোনাইছড়ি গোবিন্দ বাড়ী এলাকার রাস্তার দুপাশে কৃষকদের ধানী জমি। এই এলাকা মিশ্র বসতী। সবাই বর্গা চাষী। চাষের উপরই জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

গত কয়েক দিন ধরে বিনা নোটিশে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিনা নোটিশে জমি ভরা ধানের উপর বুলডোজার দিয়ে জমিতে মাটি ভরাট করা হচ্ছে। ঝাড়খন্ডের এসপিসি কোম্পানি নামে এই ঠিকেদারী সংস্থা এই জাতীয় সড়কের কাজের বরাত পায়। প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে দক্ষিণ সোনাইছড়ি গোবিন্দ বাড়ী এলাকায় জাতীয় সড়কের প্রশস্তের জন্য বুলডোজার দিয়ে জমিতে মাটি ভরাট করতে যাওয়ার পর এলাকার কৃষকেরা বাঁধা দেয়। তাদের বক্তব্য জমিতে ধান পাকার সময় হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যদি জমিতে মাটি ভরাট করা হয় তারা আর্থিক ক্ষতির মুখে পরবে। রাস্তা বড়ো হোক আমরাও চাই। কিন্তু ধান পাকার পর , ঘরে ধান তোলা পর্যন্ত সময় দিতে হবে।

সাব্রুমে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা, থানায় মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। সাব্রুম থানার অন্তর্গত হার্বাতলী এডিসি -ভিলেজের সাধুপাড়াতে ১৯ বছরের এক উপজাতি গৃহবধূকে এলাকারই বাসিন্দা অচি ত্রিপুরা নাম এক যুবক ধর্ষণ করার চেস্টা করে বলে অভিযোগ। জানা গেছে মঙ্গলবার দুপুরে ঐ গৃহবধূ স্বামীকে ভাত দিতে সাধুপাড়া বাজারে আসে। ঐ গৃহবধূ স্বামীকে দোকানে ভাত দিয়ে গরু নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর পিছু নেয় অচি ত্রিপুরা।

গৃহবধূটির পিছনে পিছনে বাইক দিয়ে অনুসরণ করছিল সে। হঠাৎ সামনে গিয়ে জঙ্গলের রাস্তাতে একা পেয়ে নিজের বাইকটি সামনে দাড় করিয়ে ঐ গৃহবধূর উপর ঝাপিয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। জোড় পূর্বক ঐ ১৯ বছরের গৃহবধূটিকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। গৃহবধূর চিৎকারে অচি ত্রিপুরা সাথে সাথে কাওকে না বলার জন্য হুমকি দেয়। ৫০০ টাকা ছুড়ে দিয়ে চলে যায় অভিযুক্ত।

গৃহবধূ সাথে সাথে বাড়ীতে গিয়ে নিজের স্বামী ও পরিবারের লোকজনদের জানায়। এলাকাতে বিচার সভা বসে। এলাকার কিছু মানুষ নির্যাতিতা ১৯ বছরের উপজাতি গৃহবধূকে থানায় না গিয়ে অভিযোগ না দেওয়ার জন্য বলে। বিনিময়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৪ ◘ ১৫ অক্টোবর ২০২০ ইং ◘ ২৮ আশ্বিন ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

চতুর্থ স্তম্ভ

ভারতীয় গণতান্ত্রিত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণতন্ত্রেত্রের চতুর্থ স্তম্ভভ হিসেবে সংবাদ মাধ্যমগুলি ওপর গুরুত্বপূর্ণণ দায়িত্ব অর্পিপিত হইয়াছে।নাগরিক যাহাতে সুবিচার পান, তাহা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই সংবাদ প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যম। কিন্তু সংবাদমাধ্যমই বিচারক হইয়া উঠিতে পারে না; 'বাক্‌স্বাধীনতা'-র দোহাই দিয়া বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্যও প্রচার করিতে পারে না।কিছু টেলিভিশন চ্যানেল একাধারে অভিযোগ তুলিতেছে, 'তদন্ত' করিতেছে এবং 'রায়'-ও ঘোষণা করিতেছে। মুম্বই পুলিশের আট প্রাক্তন কর্তা হাইকোর্টে আবেদন করিলেন, সুশান্ত সিংহ রাজপুতের অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলার 'মিডিয়া ট্রায়াল' বন্ধ হউক। টেলিভিশনে যে ভাবে মুম্বই পুলিশের প্রতি নানা অভিযোগ আনিয়া বিষোদ্গার চলিতেছে, তাহা পুলিশের ভাবমূর্তিকে আঘাত করিতেছে। অপর দিকে দিল্লি হাইকোর্ট সুনন্দা পুষ্করের অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলায় একটি সর্বভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলকে তিরস্কার করিয়াছে। কংগ্রেস নেতা শশী তারুরের বিরুদ্ধে তাঁহার স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিবার অভিযোগ করিয়াছে পুলিশ। কিন্তু ওই চ্যানেলটি ক্রমাগত সুনন্দার মৃত্যুকে 'হত্যা' বলিয়া অভিহিত করিতেছে। দিল্লি হাইকোর্ট বলিয়াছে, যে কোনও মামলার তদন্ত ও বিচার আইন অনুসারে আদালতেই করিতে হইবে। সংবাদমাধ্যম সাক্ষ্য খুঁজিয়া নিজের মতো বিচার করিতে পারে না। আদালতের তিরস্কার: ফৌজদারি আইন পড়িয়া তবেই সাংবাদিকতা করা হউক।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যম তথা সাংবাদিকের স্বাধীনতার গুরুত্ব লইয়া আজ আর নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। বিশেষত, ক্ষমতাবানরা যখন গণতন্ত্রের স্বাভাবিক শর্তগুলি লঙ্ঘন করিয়া স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র হয়, তখন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করা গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে গত কয়েক বছরে সেই প্রয়োজন অতিমাত্রায় প্রকট। দক্ষিণপন্থী অতিজাতীয়তাবাদীদের কুক্ষিগত অন্য অনেক দেশের পাশাপাশি ভারতেও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণে অপচেষ্টা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, বাড়িতেছে স্বাধীনচেতা সাংবাদিকদের লাঞ্ছনা। ভারতে রাষ্ট্র তাঁহাদের উপর নিয়ত রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হিংসায় উসকানি, নেতার সম্মানহানির মামলা ঠুকিতেছে।

কিন্তু এই বিপদের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের মর্যাদা ও ভূমিকা অন্য একটি কারণেও বিপন্ন হইতেছে, যাহাকে বলা চলে অন্তর্ঘাত। বলদর্পী শাসক যদি ছলে বলে কৌশলে সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভিতরে আপন প্রভাব ও প্রভুত্ব কায়েম করিতে তৎপর হয়, এবং সংবাদমাধ্যমও সেই শাসককে তুষ্ট করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগে, তাহার পরিণাম ভয়াবহ হইতে পারে। কত দূর সংবাদমাধ্যমের অধিকার ও এক্তিয়ার, এই বিবেচনা না থাকিলে সমগ্র সমাজেরই বিরাট বিপদ ঘনাইতে পারে। স্পষ্টতই, ভারতের সংবাদমাধ্যম আজ বিচারবিভাগের নিকট সেই বিপদের সতর্কীকরণ শুনিতেছে, সেই মর্মেই তিরস্কৃত হইতেছে। সাংবাদিকের যেমন স্বাধীনতা আছে, তেমনই বিপুল দায়বদ্ধতা আছে সংবিধানের প্রতি, দেশের প্রতি, নাগরিকের প্রতি দায়বদ্ধতা। সংবাদমাধ্যম বাক্‌স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলে, আইন তাহাকে সংযত করিবে। প্রসঙ্গত ভারতের আইন টেলিভিশন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তুলনায় শিথিল, অনলাইন পরিসরে শিথিলতর। এই ফাঁক গলিয়াই অনেকে স্বার্থসিদ্ধির খেলা বা বিদ্বেষ-বেসাতিতে নামিয়াছেন। প্রবণতাটির মূলোচ্ছেদ না করিলে সংবাদমাধ্যমের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হইবে, যে ক্ষতি পূরণ করা কঠিন। এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলিকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

শিক্ষারত্ন পুরস্কারের টাকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেন বেলপাহাড়ি এসসি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক

ঝাড়গ্রাম, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি এবং সৌন্দর্যায়ের জন্য শিক্ষারত্ন পুরস্কারের টাকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেন বেলপাহাড়ি এসসি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক । নিজের পাওয়া টাকা, এবং তার সঙ্গে নিজের ২৫ হাজার টাকা মিলিয়ে মোট ৫০ হাজার টাকার চেক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতির হাতে তুলে দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোমনাথ দ্বিবেদী। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই টাকা তুলে দেন।

উল্লেখ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এবছর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বেলপাহাড়ি এস সি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সোমনাথ ত্রিবেদীকে শিক্ষা রত্ন পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে শিক্ষারত্ন পুরস্কার হিসেবে তিনি ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কারের টাকা পাওয়ার পরেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পুরস্কার হিসেবে তিনি ২৫ হাজার টাকা ও তার নিজের থেকে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি গড়বেন এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ হবে। এদিনের এই অনুষ্ঠান সমস্ত কোভিড বিধি মেনে সর্বাধিক ৪০ জনকে নিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলপাহাড়ী এস সি হাইস্কুলের শিক্ষারত্ন পাওয়া প্রধান শিক্ষক সোমনাথ দ্বিবেদী, পরিচালন কমিটির সভাপতি দয়াশঙ্কর মিশ্র,জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সুভাশিষ মৈত্র,বেলপাহাড়ির বিডিও বরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।।

পুজো মানুষের মৌলিক অধিকার, এই অধিকার কিভাবে আটকানো যায় প্রশ্ন পুরমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : চলতি বছরে করোনা আবহে দুর্গা পুজো বন্ধ খার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলেন হাওড়া জেলার বাসিন্দা অর্ণব দে নামক এক ব্যক্তি। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে ওই মামলা দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

সমগ্র রাজ্য জুড়ে সর্বজনীন দুর্গা পুজো বন্ধ রাখার দাবি জানিয়ে এই মামলা করেছেন ওই ব্যক্তি। করোনা ছড়িয়ে পরার আশঙ্কাতেই ওই মামলা দায়ের করেছেন হাওড়া জেলার বাসিন্দা অর্ণব দে। ওনামের পড়ে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলে মারাত্মক হারে ছড়িয়েছে করোনা। সেই কারণেই দুর্গা পুজো স্থগিত রেখে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন অর্ণববাবু।

মামলার আবেদনে বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র চলতি বছরের জন্য রাজ্য জুড়ে সকল দুর্গা পুজো স্থগিত রাখা হোক। মামলাকারী অর্ণব দে-র বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হতে শুরু করেছেন তৃণমূলের নেতানেত্রীরা। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম প্রশ্ন তুলে বলেন, ধর্মাচরণ ও পুজো করার অধিকার ভারতবর্ষের মানুষের মৌলিক অধিকার, এই অধিকার কিভাবে আটকানো যায়? করোনা অতিমারীর আবহে এ বছর রাজ্যে দুর্গাপুজো বন্ধ করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলার প্রেক্ষিতে আজ ফিরহাদ হাকিম বলেন, "দুর্গাপুজো বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতির অঙ্গ। পুজোয় করোনা সংক্রমণ যাতে কোনোভাবে না ছড়ায়, পুজোয় দর্শনার্থীরা যাতে মাস্ক পরে থাকেন, সামাজিক দূরত্ব যাতে বজায় থাকে প্রশাসন সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে"।

বাঙালি আর কতদিন ?

এইচ এন মাহাতো

ত্রিপুরায় যখনই কোন নির্বাচন আসে তখনই শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক তরজা। কোন দলকতটা জনজাতির স্বার্থে কাজ করছে। সামনে এডিসি নির্বাচন, এরজন্য মাঠে ময়দানে দলগুলো নেমে পড়েছে কে কতটা জনজাতির দরদি তা প্রমাণ করার জন্য। শুরু হয়েছে নানা প্রকারের আন্দোলন খেলা। তারাই অঙ্গ হিসাবে বিজেপি'র জোট সঙ্গী ত্রিপুরাতে এডিসি অঞ্চলে ১৫ই অক্টোবর বনধ ডেকেছে। ত্রিপুরার এডিসি মানে একটি বা দুটি জেলা নয়, সবগুলো জেলাকে খাবলা খাবলা করে এডিসি তৈরি করেছে। এর অর্থ হলো আগরতলা শহর বাদে শমগ্র ত্রিপুরায় অলিখিত বন্ধ। কিন্তু কার স্বার্থে? এডিসিতে কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে বছরে কোটি কোটি টাকা আসছে কার জন্য, কারা এই টাকা খরচ করে তাহা সকলেই জানে। ত্রিপুরার মাটি বাঙালির মাটি। বহিরাগত মঙ্গোলিয়ানরা এখানে এসেছে তাদেরজীবন রক্ষার জন্য। বাঙালি সকল সময় জনজাতিদের ভাই বলে মেনে নিয়ে তাদেরকে শিক্ষার আলো দেখিয়েছে, আচার-আচরণষ খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে সভ্য সমাজের উপযুক্ত করেছে। পাশাপাশি দেখুন প্রত্যন্ত অঞ্চল পাহাড়ে জঙ্গলে যারা বাস করছে, এডিসি তৈরি হওয়ার প্রায় ৪০ বছর পরেও সেই জনজাতির মানুষেরা জল, খাদ্য, শিক্ষা, পোশাক আচার-আচরণ কেন পাল্টাতে পারেনি? জবাব আচে কি সি পি এম, কংগ্রেস বা বিজেপি'র কাছে? বিজেপি সরকার বাঙালি জাতিসত্তাকে ভারত ভূমি থেকে উৎখাত করতে সারা ভারতে একটাই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে—তাহা হলো বাঙালি শূন্য ভারত ভূমি। রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, সি পি এম , বিজেরি'র নেতাদেরকাছে এখুনি আপামর বাঙালি জাতিকে জবাব চাইতে হবে—কেন ত্রিপুরায় অর্থনৈতিক বুয়িাদ সংঘটিত হয় নি, ত্রিপুরায় কি শুধু জনজারিই থাকবে? সি পি এম ও কংগ্রেসের নেতৃত্বের দুরভিসন্ধিমূলক আচরণের ফলে ১৯৮০ সালের জুনের একতরফা বাঙালি গণহত্যা বাঙালি কী ভুলে গেছে? আজ অবধি সেই সি পি এম পরিচালিত বাঙালি গণহত্যার বিচার হয় নি। আজ বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় আবারও একতফা বাঙালি গণহত্যার জন্য জনজাতিদের নানা ভাবে খেপিয়ে তুলছে। তার প্রমাণ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার একতরফা ভাবে নানা সময়ে বিভিন্ন কারণে বৈঠক করেছেন। বহিরাগত রিয়াং শরণার্থীদের কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে ত্রিপুরাতে স্থান দিচ্ছেন। হিন্দি সাম্রজ্যবাদের দালাল সিপিএম বাঙালি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার নেশয়া যে ৮০ সালের জুনের বাঙালি গণহত্যা সংগঠিত করেছিলো তার পর থেকে বাঙালিরা আতঙ্কিত হয়ে বারবার অস্থায়ী ভাবে বাস করতে করতে তাদের অনেকের নাগরিকের প্রমাণ পত্র হারিয়ে পরগাছায় রূপান্তরিত হয়ে উদ্বাস্তুর মত যত্রতত্র বাস করছে। এরজন্য দায়ী সি পি এম কোনদিন তাদের পাসে দাঁড়ায়নি। করঞ্চ জনজাতির ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখতে তাদেরই তোষণ করে চলেছে। আর সেই সকল বাঙালিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কিছু কিছু শরণার্থা শিবির তৈরি করেছে। আজ অবধি তাদেরকে কোন সমাধানের পথ দেখায়নি। পাশাপাশি সর্বস্ব হারা বাঙালির ।কিছু লোনের টাকা পাবে, গরু,ছাগল, ফিসারি বা ছেলের মেযের কাররি পাবে বলে আবার সেই সি পি এম-এর লেজুড়বৃত্তি করেছে, স্থানীয়ভাবে সমাধানের চিন্তা করেননি।

পাশাপাশি ত্রিপুরার জনজাতিদের মধ্যে যারা উগ্রপন্থীদের হয়ে কাজ করতো, বাঙালি গণহত্যার নায়ক বলে পরিচিত তাদেরকে জামাই আদর করে আত্মসমর্পণের নাটক করে স্থায়ী বাড়ি চাকুরি ও প্রচুর পরিমাণে অর্থ তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। অথচ যে বাঙালিরা আক্রান্ত হলো তাদের জন্য কোন প্রকারের ন্যূনতম খয়রাতি বা স্থায়ীভাবে বসবাস করার সমাধানে যায়নি। বর্তমানে বিজেপি সরকার ত্রিপুরাতে একটি ভালো স্লোগান মুখে মুখে তৈরি করেছে—তাহা হলো বাঙালি মানেই বাংলাদেশী। জনজাতিদের থেকে বাঙালির কিছু বেজম্মা বা জারজ সন্তান বাঙালি না বলে হিন্দুস্থানি বলতে ভালোবাসে, তারাই স্লোগানটিকে জনসমক্ষে এনেছে। তাঁরা ভাবে তারাই আসল নাগরিক আর সবাই বাংলাদেশি। কিন্তু জানেনা। এই মুহূর্তে অন্যের ঘরে আগুন লাগিয়ে সে একদিন নিজের ঘরটা কী বাঁচাতে পারবে। ত্রিপুরার বাঙালিরা এখনো সংঘবদ্ধ হতে পারছে না শুধু মাত্র রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে। পাশাপাশি রাজনৈতিক ভাবে ত্রিপুরার জনজাতিরা এতটা সংঘবদ্ধ, কারণ এর পিছনে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী চক্রের প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে মদত আছে। যেমন আমরা বাঙালি কোন রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নিলে রাজ্য সরকার নানা প্রকারের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন। অন্যান্য দলের যেমন রাজনৈতিকদল হোক বা ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতাবাদী দল হোক তাদের জন্য কোন অনুমতি প্রয়োজন হয়না। মাঝে মধ্যেই আমরা দেখেছি জনজাতিদের বিভিন্ন ডেরা থেকে পুলিশ প্রচুর অস্ত্র সম্ভারের খোঁজ পাচ্ছে। অথচ অনুসন্ধান বিভাগ তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সিরিয়াস নয়। এটা কিসের ইঙ্গিত। তবে কী ত্রিপুরায় আর একটি গণহত্যার জন্য বাঙালিকে শেষ করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এবার বাঙালিকে চিন্তা কারর সময় এসেছে উগ্রবাসী ও হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীর যৌথ আক্রমণ থেকে বাঁচতে কী করা উচিৎ? আর কতদিন মুখ বুঝে মার খাবে বাঙালি?

স্বামীজির মানস কন্যা - সিস্টার নিবেদিতা

নীরবে চলে গেল স্বামীজির মানসকন্যা, নেপথ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, একান্ত সেবিকা, শিক্ষিকা, লেখিকা আইরিশ দুহিতা ভারতপ্রাণা সিস্টার নিবেদিতার ১০৯তম মহাপ্রয়াণবার্ষিকী। মঙ্গলবার ছিল নিবেদিতার প্রয়ান বাষিকী। এ রাজ্যে নিবেদিতার নামে বহুস্কুল,প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে।রয়েছে মহাবিদ্যালয়। কিন্তু কোথাও কোন অনুষ্ঠানে তার প্রয়ান বাষিকীতে এই মনীষিকে স্মরন করা হয়েছে কি? না তা করা হয়নি।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে কোলকাতা থেকে লণ্ডন যাত্রার আগে সিস্টার নিবেদিতা প্রতিটি তরুণ বিপ্লবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন -- "আমি যেন ফিরে এসে দেখি, তপ্ত রৌদ্রদাহ উপেক্ষা করে বিপ্লবের পথে তোমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছো।"

নিবেদিতার আসল নাম মিসমার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৮ অক্টোবর তিনি আয়ারল্যাণ্ডের অলস্টার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ দেশ আয়ারল্যাণ্ডকে মুক্ত করতে তিনি আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ লণ্ডনে ধর্ম সভায় স্বামীজির বক্তৃতা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন।

ভারতে থেকে তিনি পরাধীন ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা দেখেছিলেন। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীরা গোপনে বৈঠক করে অস্ত্র জোগার করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ১৯০২ খ্রীঃ তিনি কলিকাতায় "বিবেকানন্দ সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই বছরে অক্টোবরে সিস্টার নিবেদিতা ভারত ভ্রমণে বের হলেন। স্বামীজির বানী প্রচার করলেন। ভারতীয় বিপ্লবীরা এতে যেন অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্ত হয়ে প্রজ্বলিত হোলো।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা ব্যবচ্ছেদ করলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতে বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবীগণ তীব্র আন্দোলন শুরু করলেন। সত্যাগ্রহী আন্দোলনের সাথে সাথে বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলন চলতে লাগলো। অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে বিপ্লবীরা সংগঠিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের ওপর আঘাত হানলো। বেশ কিছু সরকারী কর্মচারী, পুলীশ বিপ্লবীদের অস্ত্রে নিহত হোলো।

এই সময় নিবেদিতার সাথে বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষের পরিচয় হোলো।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পেলো। স্বামীজির কথা নিবেদিতা প্রচার করলে - ভারতের যুবক যুবতীরা স্বেচ্ছায় অনেক স্থানে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলো। ১৯০৫ সালে বরিশালে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে, উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে নিবেদিতা সেখানে গিয়ে আর্ত দের সেবা কাজে যোগ দিলেন। ১৯০৭ সালে যুগান্তর পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দিলো ইংরেজ সরকার।

সিস্টার নিবেদিতার সাথে ভারতীয় বিপ্লবীদের যোগাযোগের কথা ব্রিটিশরা জানতে পারলো। বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন পাল সকলে নিবেদিতাকে অনুরোধ করলেন কিছুকাল ভারতের বাইরে থাকতে। কিন্তু সিস্টার নারাজ। শেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর রাজী হলেন। যাবার আগে অরবিন্দকে বলেছিলেন - "আপনি বিপ্লবের রুদ্রদূত। দেখবেন সে আলো যেনো নিভিয়া না যায়। সাগর পার হইতে যেন জয়শঙ্খ শুনিতে পাই।"

এরপর ১৯০৮ ক্ষুদিরাম ধরা পরলেন। তাঁর ফাঁসী হোলো। অনুশীলন সমিতির বহু বিপ্লবী ধরা পড়লো। জুলাইতে সিস্টার আবার কলকাতা ফিরে আসলেন।

১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসে স্বামীজির মার্কিন শিষ্যা ওলিবুল অসুস্থ হলে নিবেদিতা সেখানে গেলেন।

কিন্তু সেই শিষ্যার প্রয়ান হোলো। পুনরায় তিনি ভারতে ফিরলেন। এখানে এসে অসুখে পড়লেন। হাওয়া বদলের জন্য দার্জিলিং আসলেন তিনি, কিন্তু এখানে তিনি ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। কলকাতা থেকে ডঃ নীলরতন সরকার চিকিৎসার জন্য গেলেন। সব চেষ্টা বিফল হোলো।

১৯১১ খ্রীঃ ১৩ অক্টোবর তিনি দেহত্যাগ করলেন।

সিস্টার নিবেদিতা জন্মসূত্রে বিদেশিনী হলেও ভারতবর্ষ কে অন্তর প্রান থেকে ভালোবাসতেন। প্রতিটি ভারতবাসীকে তিনি ভালোবাসতেন। পীড়িত ভারতবাসীর পাশে সব সময় তিনি থেকেছেন। ব্রিটিশ পদদলিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভারতীয় যুবশক্তিকে তিনিই প্রেরনা জুগিয়েছেন।

প্রনাম নিবেদিতা।

হেরো মানুষের গল্প প্রসঙ্গ রক্তকরবী

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

নাম তার নন্দিনী। ঘরের বউ সে। স্বামী আগে ভিক্ষা করত। বুকে পিঠে কিছুটা সত্যিকারের পোড়া দাগ আর অনেকটা রঙচঙে মেকি দাগ লাগিয়ে। ভিক্ষের থালা হাতে বেরিয়ে পড়ত নন্দিনীর স্বামী রঞ্জন। নন্দিনী সঙ্গে যেত বাটি হাতে। ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষা করে বেড়াত নন্দিনী আর রঞ্জন। রোজগার মন্দ হতো না। দৈনিক চার-পাঁচশো টাকাও হয়ে যেত কোনও কোনো দিন। খাবার দাবার, জামাকাপড়, ট্রেন লাইনের ধারে প্লাস্টিক টাঙিয়ে বাস—দিন কাটছিল মন্দ নয়। ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আরও কয়েকটা দিন টাঙানো প্লাস্টিক বাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছিল দু'জনেই। শোনা গিয়েছিল কয়েক দিন পরেই আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে--- ছুটির দিনের মতো করেই কাটিয়ে দিয়েছিল দু'জনে। ঘরবাড়ি জমিজমা, দেশপাট কিছুই তো নেই। সেই কোন ছোটবেলায় মায়ের কোল চেপে শহরে চলে এসেছিল বছর পাঁচেকের রঞ্জন। তারপর থেকে শহরের ফুটপাথই তো সম্বল। নন্দিনীরা তিন প্রজন্মের ফুটপাথবাসী। শহরের ফুটপাথেই বেড়ে ওঠা রঞ্জন আর নন্দিনীরা। দিদা মা কাজে বেরিয়ে গেলে নন্দিনী ফুটপাথ ঘরে ভাঙা কাঠের বাক্স নিয়ে খেলতে বসত। তাতে কটা হাত পা ভাঙা কাঠপুতলি, রঙচঙে ভাঙা কাঁচের টুকরো আর টুকরো রঙিন কাপড়ের অংশ। তাই নিয়েই জমে উঠত নন্দিনীর পুতুলগর। এমনই একদিন পুতুল ঘরে মেতে আছে নন্দিনী এমন সময়ে উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে গেল গেল রব উঠল। ফুটপাতের সংসারে একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। এখানে গোলমালের আওয়াজ ওঠে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে। দুপুর দুপুর যখন সবাই কাজ থেকে ফিরে এসে রান্নাবাড়ি করে, এ সময়টাতে একটা শোরগোল ওঠে---অনেক অনেক বঞ্চনার ক্ষোভ উগড়ে দেয় পার্শ্ববর্তী বাসিন্দার ওপরে। একদিকে ধুমায়িত ভাতের সুগন্ধ, অন্যদিকে জমে থাকা ক্ষোভের উদগীরণ, খাওয়াটা জমে যায় নিমেষেই। আরেকটা শোরগোলও ওঠে। সেটা রাতের দিকে। সন্ধে পেরিয়ে রাত যখন ঘনিয়ে ওঠে, তখন গোলমালের একটা আহব তৈরি হয়। তবে সেসব ছাড়াই জমে উঠেছিল সেদিনকার গোলমাল। উল্টোদিকের মিষ্টি দোকানের উনুনে কয়লা ফুটে পড়েছে সিন্থেটিকের জমা পরা নতুন ছেলেটির গায়ে।

পুড়ে গেছে অনেকটা। হাসপাতালের বেডে রঞ্জনের পাহারাদারির দায়িত্ব পড়ল নন্দিনীর। তারপর থেকেই....

এসব অনেককাল আগের কথা। তবে রঞ্জন নন্দিনীর জীবিকাযাত্রা যে এভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বুঝতে পারেনি কেউই। প্রথম হপ্তাদুয়েকের বন্ধের শেষ দিকে ওদের ট্রেন লাইনের পাশের প্লাস্টিক ঘর ভেঙে দিল পুলিশ। ওরা খুব এদিকে ওদিক তাকাচ্ছিল যখন কয়েকটি দাদা এসে ওদের নিয়ে গেল একটা বড় প্লাস্টিকের তলায়। পাড়ার মাঝখানে। ওখানে ওদের মতো অনেক রঞ্জন নন্দিনীরা আছে। প্রথম কয়েকদিন খাবার দাবার নিয়ে অভাব ছিল না। অনেকেই এসে খাবার দিয়ে যাচ্ছিল, নিরামিত আহার, কিন্তু পেট ভরে যাচ্ছিল, সঙ্গে বেড়া প্লাস্টিক বাড়িতে আসছিল আরও আরও অনেক রঞ্জন নন্দিনীরা। সমস্যা একটাই হচ্ছিল যে, নন্দিনীকে নিয়ে দিনভর কাটাতো রঞ্জন, সেই নন্দিনীর সঙ্গে দেখা হতই কম। একটু খারাপ লাগলেও বিশু, ফাগুলাল, কেনারাম, কিশোর অনেক অনেক বন্ধু জুটে গিয়েছিল রঞ্জনের। কিন্তু নন্দিনী —সে কোথায়?

দিন যতই যেতে লাগল, খাবার কমতে লাগল, মাথা যাচ্ছিল বেড়ে, নন্দিনী আর রঞ্জনের দূরত্বও। আরও কিছু দিন পর.......... খাবার আসছিল একবেলায়, রাতের বেলায় মুড়ি-চিড়া.......সকাল হলেই তো আলো আসবে... সুন্দর নতুন দিন... সঙ্গে খাবার.... নন্দিনীও। বড়ো প্লাস্টিক বাড়িতে নন্দিনী আর রঞ্জনদের থাকার জায়গা হয়েছে আলাদা। রঞ্জনের অনেক সঙ্গী...নন্দিনীর সঙ্গে দূরত্বটাই এখন সামাজিক বিধি। অসুখ এসেছে..... অসুখ.... উড়োজাহাজে চেপে অন্য দেশ থেকে অসুখ এসেছে। নন্দিনী আর রঞ্জনকে আলাদা করে দেওয়ার অসুখ। জীবন আটকে গেছে অসুখের ষড়যন্ত্রে। সঙ্গে বেড়েছে খিদে। বড়ো ছাদের তলায় অনেক অনেক রঞ্জন-নন্দিনীরা জমেছে। মোড়ল আসছে, মোড়ল যাচ্ছে। খাবার আসছে না। প্রথমে একবেলা ভরপেট আহার।, অন্যবেলা মুড়ি, চিড়া, হরিমটর, শুধু জল...জল.. এবং জল... চোখের জল শুকিয়ে গেছে... অগুনও। রাজ্য আসছেন না। তাঁর অনুচররাই সর্বেসর্বা। নন্দিনী কোথায়? খুঁজে পাচ্ছে না রঞ্জন.... খিদের জ্বালায় দিশেহারা। বাঁচতে চায় নন্দিনীর হাত ধরে। মানুষের কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেরোবে তারা.... মানবতার ভিক্ষা। নতুন জীবনের আশায় গাইবে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়.... এর মধ্যেই একদিন খরব পাওয়া গেল গাড়ি আসবে।

তাদের নিয়ে যাবে অন্য এক জনপদে। সেখানে মানুষ সব হারিয়ে গেছে। গাছ নেই জল নেই খাবার নেই আছে শুধু বালি আর বালি, অনেকটা আকাশ, খোলামেলা পৃথিবী আর আছে অনেক অনেক কারখানা। সেখানে কাজ করতে হবে। কারাখানা চালাতে হবে। মানুষ ছাড়া তো কারখানা চলে না। কারখানা না চললে সভ্যতা তো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু খাবে কি তারা?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় সারা ভারত কৃষি দপ্তরে কৃষক ধর্ণা প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বুধবার থেকে ২২ দিন ইলিশ ধরা ও বিক্রির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি বাংলাদেশে

ঢাকা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশে বুধবার থেকেই টানা ২২ দিন ইলিশ ধরা ও বিক্রির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মৎস্য দফতর। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে মৎস্য দফতরের আধিকারিকরা। ফলে পুজোর সময় টাটকা ইলিশ পাতে পরবে না দু'পারের বাঙালিদের।

১৪ অক্টোবর থেকে টানা ২২ দিন মাছ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকছে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কমপক্ষে এক বছর থেকে সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে শাস্তি দ্বিগুণ হবে। ইলিশ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা হচ্ছে কিনা, তা নজরদারির জন্য উপকূল রক্ষী বাহিনী, নৌ বাহিনী ও বিমানবাহিনীরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বাজার ও মাছের আড়তে নজরদারি ও বিশেষ অভিযানের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। মৎস্য মন্ত্রকের সব আধিকারিক ও কর্মীদের ছুটি ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে।

বুধবার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি বছর দেশের ৩৬ জেলার ১৫২ উপজেলায় ইলিশের প্রজনন নির্বিঘ্নে করার জন্য 'মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২০' পরিচালিত হবে। যে সব নদীতে ইলিশ পাওয়া যায়, সেই সব নদীতে জেলেদের মাছ ধরতে দেওয়া হবে না। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়কের মানবতা-বিরোধী ফরমান, বাঙালিদের আন্দোলনে ঝাঁপানোর আহ্বান সিআরপিসিসি-র

শিলচর (অসম), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : গতকাল এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক হীতেশ দেবশর্মা রাজ্যের প্রতিটি জেলার ডিআরসিআর অর্থাৎ জেলাশাসককে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা থেকে ডি ভোটার, ট্রাইবুনালের রায়ে ঘোষিত বিদেশি ও ফরেনার্স ট্রাইবুনালে যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে, সেই সব ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নাম ছেঁটে ফেলার যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন তাতে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় কমিটি (সিআরপিসিসি)।

কমিটির অসম প্রদেশ সভাপতি প্রফেসর ড় তপোধীর ভট্টাচার্য এবং তিন সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে কিশোর ভট্টাচার্য, অরুণাংশু ভট্টাচার্য ও নেকিব হুসেন চৌধুরী যৌথ প্রেস বার্তায় বলেছেন, এই নির্দেশের পেছনে রয়েছে এক গভীর চক্রান্ত। তাঁরা বলেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে সরকারি আধিকারিকদের দ্বারা তৈরি তালিকায় ত্রুটি থাকার কথা উল্লেখ করে এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক কার্যত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এনআরসি তালিকাকে বাতিল করার মন্তব্যকে সমর্থন করছেন। অথচ এই এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা তৈরির আগে রাজ্যের ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নথিপত্র পরীক্ষার নামে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। নিজের বাসস্থান থেকে তিনশো, চারশো কিলোমিটার দূরে কোনও এক অখ্যাত গ্রামের এনআরসি সেবা কেন্দ্রে আবেদনকারীকে একদিন আগে নোটিশ জারি করে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেখানে তাঁদের নানা নথিপত্র পরীক্ষা করে, পরিবারের সব সদস্যের নানা ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার পরই এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকায় নাম নথিভুক্ত হয়। এত সবের পর আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়ে নাম ছেঁটে ফেলার নির্দেশ শুধু অন্যায় ও অযৌক্তিক নয় আইন-বিরোধীও।

সিআরপিসিসি-র পদাধিকারীরা বলেছেন, আইনে যেখানে সকল নাগরিককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়েছে, সেখানে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে তৈরি তালিকা থেকে কীভাবে শুধু একটি নোটিশ জারি করে নাম ছেঁটে ফেলা হবে? সিআরপিসিসি-র পক্ষ থেকে এ-ও বলা হয়েছে, রাজ্যের ফরেনার্স ট্রাইবুনালের কাজকর্ম নিয়ে যেখানে হাইকোর্ট পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করেছে সেখানে তাদের তৈরি তালিকার ভিত্তিতে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা থেকে নাম ছেঁটে ফেলার নির্দেশ জারি হয় কোন যুক্তিতে?

সংগঠনের পদাধিকারীরা আরও বলেছেন, এনআরসি সমন্বয়কের এই সিদ্ধান্তে জনগণ আতংকিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন। রাজ্যের উগ্র-প্রাদেশিকতাবাদিদের চক্রান্তের ফলে ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে ডি ভোটার হয়ে সীমাহীন যন্ত্রণা ভুগতে হয়েছে। অনেকেই ট্রাইবুনালের একতরফা রায়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি হয়ে অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আবার অনেকে এই যন্ত্রণার কথা কল্পনা করে হয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন নয়-তো আত্মহত্যা করছেন। এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা-ছুট রাজ্যের ১৯ লক্ষ নাগরিক যখন চরম দুশ্চিন্তায় দিনযাপন করছেন, ঠিক তখনই সেই তালিকায় নতুন করে আরও কিছু মানুষের নাম সন্নিবিষ্ট করার গভীর চক্রান্ত চলছে। এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক চূড়ান্ত মানবতা-বিরোধী অসংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়ে করোনা অতিমারিতে সন্ত্রস্ত ভাষিক সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ভাষা বিদ্বেষজনিত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। জঘন্য এই মনোভাবকে ধিক্কার জানিয়ে সিআরপিসি অসম অন্যায় নির্দেশ কোনও অবস্থায় মেনে না নিতে জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে আগামীতে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতেও আহ্বান জানিয়েছেন নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় কমিটির শীর্ষ পদাধিকারীরা।

কালনায় এক আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ নিয়ে তোপ অগ্নিমিত্রা পালের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : কালনায় এক আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রশ্ন রাখলেন বিজেপি-র মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

অগ্নিমিত্রা বুধবার এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেন, "কাল রাতে কালনায় এক আদিবাসী মহিলার গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে কিছু দুষ্কৃতী কাল গণধর্ষণ করে। আপনারা খবর পাচ্ছেন, দু'বছর থেকে ৭৫ বছর বয়সের কোনও মহিলা সুরক্ষিত নন। ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির সঙ্গে বাড়িতে ঢুকে খুন করে দিচ্ছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা। হাতরসের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি কদিন আগে বিড়লা তারামন্ডল থেকে হেঁটেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন, কালনার এই আদিবাসী মহিলার জন্য আপনি হাঁটবেন না?

কয়েক দিন আগে দু'বছরের একটি মেয়ে, তার আগে ১৪ বছরের একটি মেয়ের লাঞ্ছনা, তার আগে রাজগঞ্জের যে দুই বোন বিষ খেল এ রকম অগুনতি ঘটনা, মানে আপনার রাজ্যে যে সব মেয়ে ধর্ষিতা হচ্ছে আপনি তাদের জন্য হাঁটবেন না? কেন? ওরা দলিত নয়বলে? ওরা তো আদিবাসী, দলিতের চেয়েও নিচে! আপনি কাকে বাঁচাচ্ছেন, আপনার দুষ্টু দুষ্টু ভাইদের? যারা এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে? আজকাল পুলিশ-প্রশাসন এ ব্যাপারে, মানে ধর্ষণ হলে অভিযোগ নেয়না। বলে, বাইরে গিয়ে মিটমাট করে নাও। মেয়ের বাবা-মা'কে শাসায়।

আপনি ঘটনার পর উত্তরপ্রদেশের যোগীজী-র মত বিশেষ তদন্ত দল, মানে 'সিট' তৈরি করলেন না তো? পদস্থ পুলিশ অফিসারদের সাসপেন্ড করলেন না তো? সিবিআই তদন্ত চাইলেন না তো? অবাক হয়ে গেলাম দিদি! বাংলার মহিলাদের বলি, আর ছ'টা মাস বাকি। আরও ধর্ষণ হবে। আরও মারবে। আরও গুলি করবে। আপনারা প্রস্তুত থাকুন। আপনাদের বাঁচাতে পুলিশ-প্রশাসন কেউ আসবেনা। আপনাদের ইজ্জত নিজেদেরই বাঁচাতে হবে।

স্টারস প্রকল্পকে ছাড়পত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি. স.): নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী স্টেন্থিং টিচিং লার্নিং অ্যান্ড রেজাল্ট ফর স্টেট (স্টার) প্রকল্পকে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই প্রকল্পের জন্য খরচ হবে ৫৭১৪ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক কার্তিক সহায়তা করবে ৫০০ মিলিয়ন ডলার। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে হওয়া বৈঠকে এই বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বৈঠকের পরে হওয়া সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রীর প্রকাশ জাভড়েকর জানিয়েছেন, নতুন শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্র ইতিমধর সেই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এই প্রকল্পকে ছাড় পত্র দেওয়া হয়েছে। মুখস্ত করার চেয়ে পড়ুয়াদের বিষয়বস্তুকে বোঝার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে আসবে। প্রথম পর্যায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ স্কুল শিক্ষা এবং সাক্ষরতা বিভাগ দেশের ছটি রাজ্য যথাক্রমে হিমাচলপ্রদেশ,

রাজস্থান,মহারাষ্ট্র, ওডিশা, মধ্যপ্রদেশ, কেরলে এই প্রকল্পের সূচনা করবে।

ট্রেন চালানোর যৌক্তিকতা নিয়ে এবার সরব দিলীপ ঘোষও

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.): ট্রেন চালানোর যৌক্তিকতা নিয়ে এবার সরব হলেন দিলীপ ঘোষও। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে কেন্দ্র-রাজ্য ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার।' এ দিন বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি রীতেশ তিওয়ারি এবং সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় অবিলম্বে ট্রেন চালানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হাওড়ায় ডিআরএম-এর কাছে যান। ক''দিন আগে একই দাবিতে রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন বিজেপি-র রাজ্যসভার সদস্য স্বপন দাশগুপ্ত। এদিন এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, "আমি আগেও বলেছি যদি বিধি মেনে বাস চলতে পারে, মেট্রো রেল চলতে পারে, তাহলে লোকাল ট্রেন কেন চলতে পারবে না? বলেন, "বিধিনিষেধ যেটুকু মানা দরকার, তা মানতে হবে।পশ্চিমবঙ্গের যা জীবনপদ্ধতি, সাধারণ মানুষ লোকাল ট্রেনের ওপর নির্ভরশীল। গত ছ''মাসের ওপর ওরা বসে আছে।কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে আবশ্যিক ব্যবস্থাগুলো নিয়ে ট্রেন চালু করা উচিত। 'কিন্তু সিদ্ধান্তটা তো কেন্দ্রকেই নিতে হবে, কারণ রেল কেন্দ্রের মন্ত্রক? দিলীপবাবুর জবাব, "হ্যাঁ. তবে, আইনশৃঙ্খলা তো রাজ্যের এক্তিয়ারে। ভিড় সামলানো, শৃঙ্খলা আনা— এগুলো তো স্থানীয় প্রশাসনকে দেখতে হবে! পুরনো বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক সবার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের উপজাতিরা গভীর সঙ্কটের মধ্যে আছে, অভিযোগ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : গত পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জনজাতি-উপজাতিরা গভীর সঙ্কটের মধ্যে আছে বলে অভিযোগ করলেন বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বুধবার দিলীপবাবু তাঁর বাড়িতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দাখিল করেন। সেই সঙ্গে বলেন, "উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক ঘটনায় বেশি আলোড়ণ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এখান থেকে রাজ্যের শাসক দলের প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন। সারা দেশের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি-উপজাতিরা কী অবস্থায় আছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।"

এখানে জেলায় জেলায় দলিতদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। ধর্ষণ হচ্ছে। হত্যা হচ্ছে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জী বা তাঁর কোনও নেতা-নেত্রীকে কারও বাড়ি যেতে দেখিনি। ঘটনার দুঃখ প্রকাশ করা বা দোষীদের সাজা দেওয়ার কথাও শুনিনি।'

রামপুরহাটের পর এবার সাঁইথিয়ায় প্রার্থী ঘোষনা অনুব্রত মণ্ডলের

সাঁইথিয়া , ১৪ অক্টোবর (হি. স.) ফের প্রার্থী ঘোষনা অনুব্রতর। বীরভূমের রামপুরহাটের পর এবার সাঁইথিয়া।তৃনমূলের বুথ ভিত্তিক কর্মীসভায় এবার সাঁইথিয়া বিধানসভার প্রার্থী হিসাবে নীলাবতী সাহার নাম ঘোষনা করলেন অনুব্রত মণ্ডল। ফলে ফের প্রশ্ন উঠেছে দলনেত্রীর ঘোষনার আগেই অনুব্রত প্রার্থী ঘোষনা করা নিয়ে।যদিও অনুব্রত সাফাই, দলনেত্রী যা ঠিক করবেন সেটাই ফাইনাল।

কিন্তু দলের নিয়ম অনুসারে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং প্রার্থী ঘোষনা করেন। কিন্তু তার আগেই অনুব্রত প্রার্থী ঘোষনা করা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারন চার দিন আগেই রাজ্যে প্রথম আগামী বিধানসভার জন্য প্রার্থী নাম ঘোষনা করে দেয় অনুব্রত।আজ আবার।

বুধবার সাঁইথিয়া ব্লকের বুথ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সাঁইথিয়া হাই স্কুলে মাঠে। ফুলুর, হরিসডা, দেরিয়া পুর অঞ্চলের কর্মী দের নিয়ে এদিন মিটিং করেন অনুব্রত। এদিন শুরু থেকেই অনুব্রত মণ্ডল মহিলা কর্মী দের কাছে, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের মেয়ে" এই সেন্টিমেন্ট কে কাজে লাগাতে তৎপর ছিলেন। তিনি কর্মী দের উদ্দেশ্যে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের মেয়ে। ওর মামার বাড়ি এখানে। বাপের বাড়ি ও এখানে। ও আমাদের বাড়ি মেয়ে, ঘরের মেয়ে, জেলার মেয়ে। তার সন্মান রাখবো না।' দলের মহিলা কর্মীরাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই উত্তর দিয়েছেন - 'দিদির জন্য আবার বাড়ি বাড়ি যাব।'

কর্মীদের সঙ্গে প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলাকালীন হরিসডা অঞ্চলের মহিলা বুথ কর্মীর উদ্দেশ্যে অনুব্রত প্রশ্ন কি নাম? মাইক হাতে মহিলা কর্মী জানান, সুমিত্রা বিত্তার। স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে অনুব্রত প্রশ্ন, বিধানসভায় ভোট বারবে? বাড়ি বাড়ি যাবেন? দিদির ভোট চাইবেন? মহিলা বুথ কর্মী উত্তর দেন বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করেছি। এরপরেই আচমকা মঞ্চে পাশে বসে থাকা বিধায়ক নীলাবতী সাহার নাম উল্লেখ করেন অনুব্রত। তিনি বলেন, 'এই ভোট টা তো দিদির ভোট। নীলাবতী দাঁড়াবে। দিদি নীলাবতী কে দাঁড় করাবে বোধহয়।তার জন্য ভোট করতে হবে। করবেন তো?দিদির ভোট করতে হবে।' তৎক্ষণাৎ উত্তর এল 'অবশ্যই করব।'মহিলা কর্মীর উত্তর শুনে আনন্দিত কেষ্ট বলে উঠলেন। 'আচ্ছা আমি আপনার বাড়ি ঘুরে আসব। চা খেয়ে আসব কথা দিলাম।'

এদিন ও বর্তমান বিধায়ককে পাশে বসিয়ে ফের প্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষনার পর কর্মীদের মধ্যে থেকেই গুঞ্জন উঠতে শুরু করেছে। কর্মী সভায় উপস্থিত এক নেতা বলেন, তৃণমূল সুপ্রিমোর ঘোষনার আগেই রামপুরহাট বিধানসভায় প্রার্থীর নাম ঘোষনা করেছে কেষ্ট দা।তার পরে আবার আজ নীলাবতী সাহার নাম করলেন। কি হবে কি জানি। "কারন তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষনা করেন। সেখানে দলের হাইকম্যানডকে উপেক্ষা করে অনুব্রত প্রার্থী নাম ঘোষনা করা নিয়ে দলের অন্দরেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

গত শুক্রবারই রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী তথা রামপুরহাট বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেন অনুব্রত। তা নিয়ে দলের অন্দরে চরম বিতর্ক শুরু হয়। চার দিনের মাথায় ফের বেলাগাম কেষ্ট। প্রার্থীর নাম ঘোষনা করে কেন বার বার নিয়ম দলের নিয়ম ভাঙছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'আমি প্রার্থীর নাম ঘোষনা করি নাই। বলছি দিদি দাঁড় করাবে।কারন ও রানিং এমএলএ।ভালো কাজ করছে। যোগ্য প্রার্থী। মানুষ চাইছে। '

যদিও সাঁইথিয়া বর্তমান বিধায়ক নীলাবতী সাহা অবশ্য এই বিষয়ে যথেষ্ট সংযমী।

উত্তরপ্রদেশে পুজোয় বিধিতে হইচই হলেও এখানে তা হয়না, বিস্ময় দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর "ক্ষুদ্র রাজনীতি"-কে একহাত নিলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, দুর্গা পুজোয় সরকার এবং আদালত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এই একই কথা যখন উত্তরপ্রদেশ সরকার বলেছিল, তখন তো এখানে তুলকালাম হয়ে গেল। বাঙালি সেন্টিমেন্ট উঠল। আজ যখন এখানে সরকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বা কোনও আইনি ব্যাপার হচ্ছে, লোকে চুপ। কেন এ রকম হচ্ছে? কেউ কেউ আছে, খালি রাজনীতি করে। মমতা ব্যানার্জী বলছেন, সব মরে গেলেও কিছু যায় আসে না। আমরা নাকি ভোট চাই। না, আমরা কোনও ভোট চাই না। আপনি তো লোককে মেরে ফেলছেন।কেন পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ আনছেন না? বাঙালি সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলে রাজনীতি করছেন। এভাবে কতদিন চালাবেন? এই যে বিশ হাজার লোক মারা গেল, তার জন্য কী কষ্ট হচ্ছে আপনার? কোনও কষ্ট হয়নি। নিজের মতই প্রথম থেকে চালিয়েছেন. এতগুলো লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর ক্ষুদ্র রাজনীতি। দিলীপবাবু বলেন, আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, পুজো হোক। তবে, উৎসব হলে সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকবে। দেশের বিভিন্ন ধর্মস্থান খুলে গিয়েছে। মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরে এলাম।সতর্কতা আর বিধি মেনে ওসব জায়গায় লোকে পুজো করছে. দুর্গা পুজোতেও সেভাবে নিয়মনীতি মানা হোক।

বোকাজানে ৩৩টি গরু বোঝাই ছয়টি মহেন্দ্র পিক-আপ ভ্যান আটক হিন্দু জাগরণ মঞ্চ-এর

বোকাজান (অসম), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : কারবি আংলঙে ৩৩টি গরু বোঝাই ছয়টি মহেন্দ্র পিক-আপ ভ্যান আটক করেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। পিক-আপ ভ্যান থেকে তেত্রিশটির মধ্যে তিনটি গরুকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সক্রিয় কার্যকর্তারা।

মঙ্গলবার রাত প্রায় ৯-টা নাগাদ গোলাঘাটের নাওঘাট থেকে ডিমাপুরের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়ার সময় ৩৩টি গরু সহ ছয়টি মহেন্দ্র পিক-আপ ভ্যান এবং ছয়জন গাড়ি চালককে আটক করে বোকাজান পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বোকাজানে নবগঠিত হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তারা। বৃহৎ গরু সিন্ডিকেটের সঙ্গে জনৈক হানন মিয়াঁ নামের ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। দীর্ঘদিন থেকে হানন মিয়াঁ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে আসছে এই বৃহৎ গরুর সিন্ডিকেট।

অভিযোগ, কারবি আংলং জেলার বোকাজানে এই হানন মিয়াঁ দীর্ঘদিন থেকে অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে গরুর সিন্ডিকেট। কিন্তু এবার গরুর সিন্ডিকেটরাজ কায়েমকারী এই হানন মিয়াঁর সন্ধানে তৎপর হয়ে উঠেছে বোকাজান পুলিশ।

ময়নাগুড়িতে ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯০০

ময়নাগুড়ি, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এই নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ৯০০। আক্রান্তরা শহর এবং ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। আক্রান্তদের হোম আইসোলেশনে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সংক্রমণ রুখতে প্রশাসনের তরফে লাগাতার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে।

বুধবার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ লাকি দেওয়ান বলেন, শারীরিক পরিস্থিতি বুঝে আক্রান্তদের কোভিড হাসপাতালে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য লাগাতার ময়নাগুড়িতে কয়েকদিনের মাইক প্রচার করা শুরু হয়েছে।

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে করোনা সচেতনতা যাত্রা ক্যানিংয়ে

ক্যানিং, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে করোনা সচেতনতা যাত্রা অনুষ্ঠিত হল বুধবার বিকেলে। এদিন বিকেলে মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে এলাকার সাধারন মানুষকে করোনা ভাইরাস ও তাঁর আক্রমণে শরীরে কি ধরনের লক্ষন লক্ষ্য করা যায় সে সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়।

মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম

ছয়ের পাতায়

বীরভূমে জাতীয় সড়কের উপর ব্রিজে ফাটল, যোগাযোগ ব্যাহত দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের

মহঃবাজার, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : বীরভূমে জাতীয় সড়কের উপর ব্রিজে ফাটল। ফলে ব্যাহত হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ। বীরভূমের উপর দিয়ে যাওয়া ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ডেউচায় দ্বারকা নদীর ব্রিজে ফাটল বুধবার সকালেই স্থানীয় বাসিন্দা দের নজরে আসে। ভাঙা অংশে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে বলে দাবি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। ফলে পণ্যবাহী ভারী যান চলাচল সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। ডেউচার দ্বারকা নদীর ব্রিজে ফাটল দেখা দিলেও ছোট গাড়ি ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করছে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেতু। এছাড়া সামরিক দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অন্যান্য অংশের যোগাযোগ হয় এই রাস্তা দিয়ে।ব্রিজের উপর ফাটল চোখে পড়ার পর ব্রিজ পারাপারের সময় যাত্রীবাহী বাসগুলি থেকে যাত্রীদের ব্রিজের এপারে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাত্রীদের হেঁটে ব্রিজ পার হতে হচ্ছে। ফাঁকা বাস ব্রিজের ওপারে নিয়ে যাওয়ার পর ফের যাত্রী দের তোলা হচ্ছে। প্রশাসনের নির্দেশে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে স্থানীয়দের প্রশ্ন, কতদিন এইভাবে চলবে?ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে ব্রিজের একাংশ। তবে এরপরেও যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার মত আশঙ্কা কাঁধে নিয়েই যাতায়াত করছেন যাত্রীরা।

দ্বারকা নদীর উপর ১৯৫২সালে জলাধার সহ সেতুটি জেসপ কোম্পানি নির্মাণ করে। নদীর ওই জলাধারে মোট দশটি গেট আছে। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে ভাঙ্গা অংশটি। খবর পেয়ে মহঃবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা গিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই সেতুর অন্য স্থানে ফাটল দেখা গিয়েছিল। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সেতুর ওপর লোহার পাত দিয়ে তার উপরে পিচ দিয়ে মেরামত করে। বারবার একই সেতুর উপর ফাটল দেখা দেওয়াতে উদ্বিগ্ন স্থানীয় মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিত কর্মকার, পবন দাস দের অভিযোগ ,' সব সময় ভারী যান চলাচল করলেও জাতীয় সড়কের উপরে সেতুটি কে সেই ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়নি কর্তৃপক্ষ। কিছু দিন আগে সারানো হলেও ফের বিপত্তি। দ্রুত সংস্কার করা না হলে যেকোনো মুহূর্তে পুরো ব্রিজ ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

বীরভূমের জাতীয় সড়কের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার নিশিকান্ত সিং বলেন,' সেতুর ফাটল নজরে আসতে দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। এই সেতুর বিকল্প হিসাবে কর্তৃপক্ষের কাছে আর একটি সেতু নির্মাণ করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছি। অনুমতি মেলে দ্রুত নির্মাণ করা হবে'।

বুধবার আগরতলায় বিজেপি সদর কার্যালয়ে সদর জেলা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে এক কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ছবির সেটে নিজের সম্মান খুইয়েছেন 'ব্যাটম্যান'

৩৪ বছর বয়সী রবার্ট প্যাটিনসনের শুরুটা হয়েছিল ২০০৫ সালে, লন্ডনের থিয়েটার থেকে সোজা 'হ্যারিপটার অ্যান্ড দ্য গবলেট অব ফায়ার'—এ। তারপর 'টোয়ালাইট' সিরিজের অ্যাডওয়ার্ড কালেন থেকে রাতারাতি বিশ্বের প্রথম শ্রেণির তারকা বনে গেলেন।কত তরুণ---তরুণীর শৈশব—কৈশোরের স্মৃতি রাঙিয়েছে বেলা (ক্রিস্টেন সেটওয়ার্ট) আর অ্যাডওয়ার্ডের প্রেম, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু 'টোয়ালাইট' সিরিজের ছবিগুলো মোটেও পছন্দ নয় এই ছবির মূল অভিনেতা রবার্ট প্যাটিনসনের। কেবল অপছন্দ, তাই-ই নয়, ছবিগুলোকে রীতিমতো ঘৃণা করেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, এ ছবির সেটে নিজের সম্মান খুইয়েছেন এই 'ব্যাটম্যান'।শিগগিরই মুক্তি পাবে ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত, নতুন এই 'ব্যাটম্যান' অভিনীত রহস্য ড্রামা ধাঁচের ছবি 'টেনেট'। এরপর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'দ্য ডেভিল অল দ্য টাইম'। আর ২০২১ সালে গিয়ে মুক্তির কথা রয়েছে 'দ্য ব্যাটম্যান'।এসব ব্যস্ততার মধ্যেই বড় পর্দার এই তারকা যে ছবিটি তাঁকে রাতারাতি এত বড় তারকা বানিয়েছে, সেই ছবি নিয়ে বললেন, "'টোয়ালাইট" সিনেমার জন্য আমার যে ছবিগুলো তোলা হলো, সেগুলো দেখেও পছন্দ হয়নি। সেই ছবিগুলোতে আমাকে অদ্ভুত লাগছিল। চিত্রনাট্য, আয়োজন থেকে সবকিছুই বলছিল, এই সিরিজ চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হিটগুলোর একটি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রাখে। আমার ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠার জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি মনপ্রাণ উজাড় করে নিজের কাজটা করেছি। কিন্তু কখনো এইসব "বাজে", অদ্ভুত সিনেমা দেখিনি। এমনকি কেউ আমার সঙ্গে এই সিনেমা নিয়ে আলাপ জুড়তে এলেও বিরক্ত লাগত। এই ছবিতে আমি খুবই জাজমেন্টাল একটা চরিত্র করেছি। চরিত্রটি অনেকটাই মানসিক বিকারগ্রস্ত। ছবির সেটে এই চরিত্র হয়ে উঠতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আমি আত্মসম্মান হারিয়েছি। মনে হয়েছে, আমি একটা খারাপ মানুষ।'

'থ্রি ইডিয়টস' পরিচালকের ওপরই ভর করছেন শাহরুখ

১৯৯২ সালে শাহরুখ খানের প্রথম ছবি 'দিওয়ানা' থেকে শুরু করে গত ২৮ বছরে কখনোই বলিউড থেকে এত দীর্ঘ ছুটি নেননি। না, দিন ফুরায়নি শাহরুখের। কথা দিয়েছেন, চলতি দশকেই তিনি ভক্তদের উপহার দেবেন তাঁর জীবনের সেরা ছবিগুলো। আর সেই উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বিরতির পর এই বেলা ভর করলেন পরিচালক হিসেবে শতভাগ সাফল্যের অধিকারী রাজকুমার হিরানির ওপর।১৮ বছরে মাত্র পাঁচটি সিনেমা বানিয়েছেন রাজকুমার হিরানি। 'মুন্না ভাই এমবিবিএস', 'লাগে রাহো মুন্না ভাই', 'থ্রি ইডিয়টস', 'পিকে' আর 'সঞ্জু'। আর প্রতিটি সিনেমা বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়া ব্লকবাস্টার হিট। এই পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা তাই বলিউডের যেকোনো অভিনয়শিল্পীর জন্যই স্বপ্ন। বলিউডের খানদের ভেতর 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খানের পর এবার শাহরুখ খান আর এই মেধাবী পরিচালক মিলে কী উপহার দেন, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে বলিউড।যদিও শাহরুখ খানের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে ফিল্মফেয়ারের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, চলতি বছরের অক্টোবরেই শুরু হবে শুটিং। শাহরুখ খান এই পরিচালককে কেবল একটা শর্ত দিয়েছেন। বলেছেন, একবার সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার পর যেন মাঝপথে কোথাও আটকে না যায়, মুক্তি যাতে পিছিয়ে না যায়। সময়মতো শুটিং, পোস্ট প্রোডাকশন, প্রচারণা ও মুক্তি একেবারে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে যাতে হয়; সেটিই চাওয়া 'চাক দে ইন্ডিয়া', 'ফ্যান', 'মাই নেম ইজ খান', 'মে হুঁ না', 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'খ্যাত শাহরুখের। ইতিমধ্যে এই চরিত্রের জন্য প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ শুরু হয়ে গেছে প্রি—প্রোডাকশনের কাজ। 'জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া', 'কেদারনাথ', 'মনমর্জিয়া'খ্যাত লেখক কণিকা ধীলন ও 'থ্রি ইডিয়টস', 'পিকে', 'লাগে রাহো মুন্না ভাই', 'সঞ্জু'র লেখক (বলা যায় রাজকুমার হিরানির সিনেমার লেখক) আভিজাত জোশিএ দুজন মিলে চূড়ান্ত করছেন চিত্রনাট্য।শাহরুখের শেষ কয়েকটি ছবির কোনোটিই বক্স অফিসে আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারেনি। 'জিরো' বক্স অফিস ও সমালোচকদুই জায়গাতেই পেয়েছে রসগোল্লা। শাহরুখকে অনেক দিন ধরেই ঠিক শাহরুখের মতো করে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এবার ভেবেচিন্তে পা ফেলতে চান, যাতে পরিশ্রম আর প্রত্যাশার ফল মেলে। আর যাতে শাহরুখ ফিরতে পারেন চিরচেনা শাহরুখের মতোই।

মানসিক কারাগার থেকে পালাব?

লক্ষ জনম ঘুরে ঘুরে, আমরা পেয়েছি ভাই মানবজনম। / এই জনম চলে গেলে, আর পাব না---আর মিলবে না।/ তাঁরে হৃদমাজারে রাখিব-ছেড়ে দিব না। গানের এই কথাগুলোর ভেতর লুকিয়ে আছে মানবজীবনের মূল্য ও মাহাত্ম। পৃথিবীর সব প্রাণীই নিজ নিজ জীবনকে ভালোবাসে। জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য সব প্রাণীই আপ্রাণ চেষ্টা করে। মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যারা তাদের জীবনকে বহুমুখী উপায়ে উপভোগ করে। ঠিক একই কারণে আমাদের জীবনের দুঃখগুলোও বহুমাত্রিক। আমাদের চাওয়া-পাওয়াগুলোও বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিক চাওয়া-পাওয়া কিংবা সুখ-দুঃখের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে আমরা জীবনযাপন করি।

জীবন-ভারসাম্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে, না পাওয়া এবং দুঃখের মাত্রা বেড়ে গেলে, আমাদের জীবনে নেমে আসে মানসিক, শারীরিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয়।

অধিকাংশ মানুষ নিজের মানসিক চেষ্টায়, পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে। তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু মানুষ সেসব বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেন না। ফলে তাঁদের জীবনকে ধীরে ধীরে ঘিরে ধরে কষ্ট ও হতাশার দেয়াল। তাঁরা বন্দী হয়ে যান যন্ত্রণার কারাগারের ভেতর, যেখানে কোনো আলো নেই, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। মানসিক যন্ত্রণার কারাগার থেকে বের হওয়ার বিভিন্ন প্রচেষ্টা যখন বিফল হয় এবং অন্য কোনো সমাধান খুঁজে পায় না, তখন মানুষ এই অন্ধকারকে চিরস্থায়ী ভাবতে শুরু করে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে আশার আলো। ঠিক যে মুহূর্তে আশার আলোটা সম্পূর্ণ নিভে যায়, সে মুহূর্তেই একজন মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করে বা আত্মহত্যা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (২০১৪) মতে, প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করছে!

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে অথবা করতে চায়

একজন মানুষের আত্মহত্যার পেছনে মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান এককভাবে অথবা সামষ্টিকভাবে কাজ করে। তবে চরম বিপর্যয়ের ভেতর থাকা সত্ত্বেও, একজন মানুষের আত্মহত্যা করার বা না করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে তাঁর কাছে জীবনের অর্থ, চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কগুলোকে তিনি কীভাবে দেখেন, বস্তুগত (টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, বাড়ি, গাড়ি) ও অবস্তুগত (যশ-খ্যাতি, সুনাম, সম্মান) সম্পর্কগুলোকে তিনি কীভাবে দেখেন, তার ওপর। যাঁরা এসব সম্পর্ককে পরিবর্তনশীল না ভেবে চিরস্থায়ী ভাবেন এবং সম্পর্কগুলোকে সেলফ/আমি---এর অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করেন, তাঁদের ভেতর বিভিন্ন ধরনের হতাশা, বিষণতা, উদ্বিগ্নতা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি সমস্যা সহজেই তৈরি হয় এবং আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি থাকে। কারণ, এ ধরনের জীবনদর্শনের মানুষের চিন্তাগত নমনীয়তা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম তথা পরিবর্তনকে গ্রহণ করার সক্ষমতা কম থাকে।

ব্যক্তিজীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা বিবেচনার ক্ষেত্রে যাদের নিজস্ব কোনো মানদণ্ড থাকে না, বরং বাইরের/সমাজের মানদণ্ড দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়, তাঁদের ভেতর পরিবেশগত মানসিক চাপ বেশি কাজ করে। এই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে মুক্তির জন্য অনেকে আত্মহত্যা করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যেসব মানুষ আত্মহত্যা করে, তারা মূলত শরীরকে হত্যা করতে চায় না, বরং মনের ভেতর জমে থাকা পাহাড়সমান কষ্ট ও বেদনাকে হত্যা করে মানসিক কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চায়। আত্মহত্যাকারী বা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, এমন মানুষের ভেতর নিজের প্রতি ঘৃণা, অন্যের প্রতি ঘৃণা অথবা চারপাশের পরিবেশের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণাভাব কাজ করে। এই নেতিবাচক মনোভাব একজন মানুষকে নিজের ক্ষতি করতে অথবা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। এ ছাড়া এসব মানুষের ভেতর আবেগের পরিপক্ষতা, নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য কম থাকে। দীর্ঘদিনের দুর্বল পারিবারিক বন্ধন এবং সামাজিক সম্পর্ক মানুষের ভেতর একধরনের অস্তিত্বজনিত শূন্যতা তৈরি করে, যা সামাজিক মাধ্যমের লাখ লাখ ফলোয়ার কিংবা অর্থ---সম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় না। এ ধরনের শূন্যতা জীবনকে ভীষণ অর্থহীন করে তোলে। জীবনের অর্থহীনতা আত্মহত্যার ইচ্ছাকে বেগবান করে।

আত্মহত্যার পূর্ব লক্ষণ

আত্মহত্যা কোনো রোগ নয়, বরং একটি সিদ্ধান্ত। তাই আত্মহত্যার নির্দিষ্ট কোনো পূর্ব লক্ষণ নেই। অনেক মানুষের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পূর্ব পর্যন্ত তেমন কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণই দেখা যায় না, যা থেকে অন্তত পক্ষে কিছুটা হলেও বোঝা যাবে যে লোকটি মনে মনে আত্মহত্যার চিন্তা করছেন। তবে সার্বিকভাবে বলতে গেলে আত্মহত্যার আগে সচরাচর কিছু মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটে, যা খুব নিবিড়ভাবে এবং সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে হয়তো চোখে পড়বে না। একজন মানুষের আত্মহত্যার আগে তাঁর ভেতর বিষণতার লক্ষণ দেখা দেয়। সব সময় হতাশামূলক কথাবার্তা বলে। কথাবার্তায় ও কাজে মৃত্যু প্রসঙ্গ বেশি উঠে আসে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে নিজেকে হঠাৎ গুটিয়ে নেয়। মেজাজ-মর্জির দ্রুত পরিবর্তন দেখা যায়। নিজেকে অন্যের বোঝা মনে করেন। শক্তিশালী কোনো এক ফাঁদে আটকে পড়ার কথা বলে। নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণের মাত্রা বেড়ে যায়। একেবারেই ঘুম হয় না অথবা অতিরিক্ত ঘুমায়। খাওয়াদাওয়া এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অনিয়ম দেখা যায়, যা আগে ছিল না। চরিত্রে হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যায়। এমন কিছু কাজ করে বা এমন ধরনের কথা বলে, যা দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক চরিত্রের সঙ্গে মানানসই নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আত্মহত্যাকারী সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া নেতিবাচক ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে যায়। যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, সম্পর্কের ছেদ, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, চাকরি চলে যাওয়া ইত্যাদি।

আত্মহত্যা প্রতিরোধের উপায়

আত্মহত্যা কারও কাম্য নয়। কাছের কোনো মানুষ আত্মহত্যা করুক, সেটাও কেউ চায় না। আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আত্মহত্যাকারীও কাছের পরিচিত মানুষজনের কাছ থেকে কোনো না কোনোভাবে সাহায্য খুঁজে বেড়ায়। কারণ, কেউ আসলে অকালে মরতে চায় না। আত্মহত্যার পূর্ব লক্ষণগুলো বিবেচনায় রেখে আপনি যদি বুঝতে পারেন যে কাছের কেউ একজন আত্মহত্যার পরিকল্পনা করছেন, তবে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে এ ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে।

তবে যে বিষয়টা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা হলো, কথা বলতে হবে কম, শুনতে হবে বেশি। মনোযোগ দিয়ে কথা শুনলে তাঁর ভেতরের কষ্ট প্রকাশ করার ক্ষেত্র তৈরি হবে। কথা বলার সময় নিজের ব্যক্তিগত মতামত দেওয়া যাবে না। কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ, কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত, তা বলা যাবে না। এতে সার্বক্ষণিকভাবে কারও তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এখন কথা হলো, আমার—আপনার যদি আত্মহত্যার চিন্তা আসে অথবা অনেক দিন ধরে আত্মহত্যার চিন্তা মনের ভেতর ঘুরপাক খায়, তাহলে কী করব? নিজের পরিবারের, পরিবারের বাইরের কাছের মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা জানাতে হবে, যা ব্যবহার করে আত্মহত্যার চিন্তা করছেন, সেটা কোনোভাবেই ঘরের ভেতর রাখা যাবে না। অবশ্যই প্রফেশনাল মনোচিকিৎসকদের কাছ থেকে ওষুধের সাহায্য নিতে হবে, মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নিয়মিত সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং নিতে হবে।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যত বেশি সম্ভব সময় কাটাতে হবে। সামাজিক সম্পর্কগুলোর আরও বেশি যত্ন নিতে হবে। কোনোভাবেই একা থাকা যাবে না। যেসব সমস্যা আত্মহত্যার চিন্তাকে প্রাথমিকভাবে উসকে দিচ্ছে। বিপরীত পক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারবে না। তাই বিপরীত পক্ষের অনুভূতিগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে এবং কথা বলার মাধ্যমে বের করে আনতে হবে তিনি আসলেই আত্মহত্যা---সংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা করছেন কি না।

যদি পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্য বা কাছের কোনো মানুষকে বিষয়টি জানাতে হবে। পরিবারের কেউ বা ঘনিষ্ঠ কেউ পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাঁর পাশে থাকতে হবে। আশপাশে দড়ি, বিষ, ব্লেড, চাকু, বন্দুক, হারপিক ইত্যাদি থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। তাঁকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

জন্ডিস হলে হেলাফেলা নয়

জন্ডিসের কথা শুনলে অনেকে ভাবেন, এ আর এমন কী; হরহামেশাই হচ্ছে, আবার টোটকা বা মামুলি কবিরাজি চিকিৎসায় ভালো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে আমরা জন্ডিস হলে একটু চিন্তিতই হই বৈকি। জন্ডিস যে ধরনের বা যে কারণেই হোক, এটি সব সময়ই একটি গুরুতর উপসর্গ। জন্ডিস নিজে কোনো রোগ নয়, বরং অন্য কোনো রোগের লক্ষণ। ভাইরাস সংক্রমণ থেকে শুরু করে সিরোসিস বা ক্যানসারের মতো রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে এই জন্ডিস। তাই জন্ডিস হলে অবহেলা করতে নেই। আগে জানা দরকার জন্ডিস বলতে আমরা কী বুঝি। মানুষের রক্তে অনেক উপাদানের মধ্যে বিলিরুবিন একটি। এই বিলিরুবিনের উৎপত্তি রক্তের লোহিত কণিকা থেকে। রক্তের লোহিত কণিকা যখন স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখনই লিভারে এই বিলিরুবিন তৈরি হয় এবং পরবর্তী সময়ে রক্তে প্রবাহিত হয়ে মল ও প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। এই বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে এটি জমা হতে থাকে শরীরের বিভিন্ন কোষকলায়। আর তখন কোষকলার স্বাভাবিক রং পরিবর্তন হয়ে হলুদাভ হয়ে যায়। ত্বক ও চোখের ঝিল্লি হলুদ রং ধারণ করলে তা দৃশ্যমান হয় এবং জন্ডিস হয়েছে বলে শনাক্ত করা হয়।

জন্ডিস অনেক কারণে হয়ে থাকে। প্রথমত, যদি রক্তের লোহিত কণিকা অতিমাত্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বেশি মাত্রায় বিলিরুবিন তৈরি হয়। যেমন থ্যালাসেমিয়া নামের রক্তরোগ। দ্বিতীয়ত, বিলিরুবিন তৈরির কারখানা তথা লিভারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে জন্ডিস হবে। যেমন ভাইরাল হেপাটাইটিস, লিভার সিরোসিস, ক্যানসার।

তৃতীয়ত, বিলিরুবিন যদি কোনো কারণে লিভার থেকে বের হতে না পারে, বাধাপ্রাপ্ত হলে জন্ডিস হয়। যেমন পিত্তনালির পাথর বা টিউমার।

কীভাবে বুঝবেন আপনার কোন ধরনের জন্ডিস হয়েছে? রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ বিবেচনা করে কারণ অনেকাংশে শনাক্ত করা যায়। অল্প বয়স, জন্ডিসের সঙ্গে রক্তশূন্যতা থাকলে বুঝতে হবে লোহিত কণিকার মাত্রাতিরিক্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকেই এর উৎপত্তি, যাকে মেডিকেলের পরিভাষায় হিমোলাইটিক জন্ডিস বলে। জ্বর, পেটের ডান দিকে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি বা বমি ভাব হওয়ার পর চোখ ও জিব হলুদ হয়ে গেলে সাধারণত তাকে লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস মনে করা হয়। জন্ডিসের মাত্রা যদি অনেক বাড়তে থাকে, আর সঙ্গে পেটব্যথা, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, শরীরে চুলকানি থাকে, তখন পিত্তনালি বন্ধ হয়ে গিয়ে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এতে সার্জারি লাগে বলে এর আরেক নাম সার্জিক্যাল জন্ডিস।

আমাদের দেশে সব বয়সের মানুষের অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস বা ভাইরাসজনিত লিভারের প্রদাহ হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। করোনাভাইরাসের এই সময়ে ভাইরাস সবার কাছে একটি আতঙ্কের নাম। হেপাটাইটিস ভাইরাসের জন্যও এ কথা প্রযোজ্য। ইংরেজি অক্ষর দিয়ে এই ভাইরাসগুলোর নামকরণ করা হয়ে থাকে, যেমন এ, বি, সি, ডি এবং ই ভাইরাস। আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ই ভাইরাসের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। এ এবং ই ভাইরাস খাদ্য বা পানিবাহিত রোগ, অর্থাৎ দূষিত খাবার বা খাওয়ার পানির মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায় এবং সাধারণত কোনো দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ তৈরি করে না। তবে কখনো কখনো মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। বি, সি এবং ডি ভাইরাস রক্তবাহিত, যা দূষিত রক্তের সংস্পর্শের কারণে হয়ে থাকে। এই ভাইরাসগুলোতে জটিলতাগুলো বেশি হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ হতে পারে, যা থেকে সিরোসিস, ক্যানসারসহ নানা জটিল পরিণতির দিকে যেতে পারে।

জন্ডিস একটি মারাত্মক ব্যাধি। জন্ডিস হলে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। রোগীর লক্ষণ শুনে এবং কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে এর কারণ নির্ণয় করা যায়। তারপর কারণ অনুযায়ী ব্যবস্থা। স্বল্পমেয়াদি ভাইরাল হেপাটাইটিসের চিকিৎসা নিয়ে আমাদের দেশে অপচিকিৎসা হয় অনেক। ঝাড়ানো, মালা পড়া, নানান রকমের কবিরাজি ওষুধ বা লতাপাতা খাওয়া আমাদের সমাজে একশ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয়। জন্ডিস চিকিৎসায় এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। উপরন্তু এসব কবিরাজি লতাপাতা-শিকড় অনেক সময় লিভারের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং চিকিৎসা বিলম্বিত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই ভাইরাসগুলোর একটি ভালো দিক হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে ওঠেন। রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম, স্বাভাবিক সুষম পুষ্টিকর খাবারের সঙ্গে উপসর্গ অনুযায়ী কদাচিৎ ওষুধ দেওয়া হয়। জন্ডিস রোগীর খাবার নিয়েও অনেক কুসংস্কার আছে, যার কোনো ভিত্তি নেই। জন্ডিসের রোগীর বেশি বেশি গ্লুকোজ বা চিনির শরবত, আখের রস খেতে হবে, হলুদ খাওয়া নিষেধ, বারবার গোসল করা বা মাছ-মাংস খেলে

বুধবার আগরতলায় বিভিন্ন পূজা প্যান্ডেল পরিদর্শন করেন ডিসিএম। ছবি- নিজস্ব।

এসআই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেলেঙ্কারি শিলচরের মূলচাঁদ বৈদকেও তদন্তের আওতায় আনার আহ্বান প্রদীপের

শিলচর (অসম), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্য কাঁপানো অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসজনিত কেলেংকারির সঙ্গে শিলচরের ব্যবসায়ী মূলদাঁদ বৈদও জড়িত থাকতে পারেন। তাঁকে তদন্তের আওতায় আনলে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। তাই মূলচাঁদ বৈদকে আটক করে জেরা করতে গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

বুধবার এসআই কেলেংকারি সম্পর্কে এক বিবৃতি জারি করে প্রদীপ দত্তরায় বলেছেন, ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া যেভাবে দূরন্ত গতিতে পরিচালিত করছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেই হয়। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সবসময় শোনা যায়, দেবো না নেবো না নীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন। তাই এসআই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে দ্রুতগতিতে পদক্ষেপ নিয়ে দোষীদের জেলে পাঠানোর যে ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র।

প্রদীপ বলেন, পুলিশের এসআই পদে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বঙাইগাঁওয়ের অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশন নামের এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশন থেকে পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র এসেছে করিমগঞ্জে। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণের ভাই করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার (সদ্য স্থানান্তরিত) কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে তা সিআইডি তদন্তে বেরিয়ে এসেছে। বরাক উপত্যকা থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনাকে খুবই লজ্জাজনক বিষয় বলে মনে করেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা দত্তরায়।

তিনি বলেন, কেলেংকারির মূল কেন্দ্রবিন্দু বঙাইগাঁওয়ের অক্ষয় টেনিকমিউনিকেশের মালিক অক্ষয় বৈদ হলেন বরাক উপত্যাকার করোনায় আক্রান্ত রোগীদের খাদ্য কেলেংকারির মহানায়ক মূলচাঁদ বৈদের ছোট ভাই। প্রদীপ দত্তরায় তাই সন্দেহ ব্যক্ত করে বলেন, করিমগঞ্জ থেকে প্রশ্নপত্র মূলচাঁদ বৈদের কাছে এসেছে। আর তাঁর মাধ্যমেই আগাম প্রশ্নপত্র বিতরণ হয়েছে। এক্ষেত্রে মুলচাঁদকে মদত জুগিয়েছেন জনৈক সাংসদ এবং শাসকদলের স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা।

সিআইডি ইতিমধ্যে করিমগঞ্জে এসে সদ্যবিদায়ী পুলিশ সুপার সঞ্জিত কৃষ্ণের ড্রাইভার এবং অন্যান্য দুই কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে। সিআইডি শিলচর এসে অক্ষয় বৈদের ভাই মূলচাঁদ বৈদকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও তথ্য সামনে আসবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন প্রদীপ দত্তরায়। এর কারণও বলেছেন বক্তা। বলেন, মূলচাঁদ বৈদ করোনা কালে খাদ্য বিতরণে কেলেংকারি করেছেন। সে সব কেলেংকারির তথ্য প্রমাণ সহ ফাঁস হয়েছে। বঙাইগাঁও থেকে এসে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে মূলচাঁদ। তাঁর অভিযোগ, একজন সাংসদ এবং ক্ষমতাসীন দলের জনৈক নেতা জড়িত এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে। সিআইডি যদি নিরপেক্ষ তদন্ত করে তা হলে সবকিছু বেরিয়ে আসবে। তাই মুখ্যমন্ত্রী যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বলে প্রদীপের আক্ষেপ, মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের এসআই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেংকারির দুরন্ত গতিতে তদন্ত প্রক্রিয়া চালাতে যেভাবে তদারকি করছেন, সেভাবে কয়লা কেলেংকারির তদন্তে সদর্থক ভূমিকা কেন নিচ্ছেন না তা বোধগম্য হচ্ছে না। কয়লা কেলেংকারি সংগঠিত করে কোটি কোটি টাকা লুট হচ্ছে। প্রায় এক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে সরকারি রাজস্বের। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী, সরকারি আমলা, পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক জড়িত রয়েছেন কয়লা কেলেংকারির সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে পারছেন না, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করেন প্রদীপ দত্তরায়।

এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের প্রভাবশালী এক মন্ত্রী কয়লা সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত। তাঁরই নির্দেশে বরাকের জনৈক সাংসদ চালাচ্ছেন এই কয়লা সিন্ডিকেট। একেও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন প্রদীপ দত্তরায়।

বাঁকুড়ায় তিনটি পূজামণ্ডপের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী, চূড়ান্ত ব্যস্ততা উদ্যোক্তাদের

বাঁকুড়া, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করবেন এই খবরে দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঁকুড়া শহরের তিনটি পুজোর উদ্যোক্তারা।এই প্রথম মফস্বল বাংলার পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঁকুড়া শহরের ইন্দারা গোরা-হরেশ্বর মেলা দুর্গাপুজো, পুয়াবাগান সার্বজনীন ও কেন্দুয়াডিহি সার্বজনীন দুর্গাপুজার মন্ডপ এর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিকাল চারটায় ভার্চুয়াল সিস্টেমে নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন।বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের সংবাদ জানানোর পর পুজো কমিটির সদস্যরা দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। করোনা অতি মারির জন্য এবছর প্রতিটি পুজোর উদ্যোক্তারা বাজেট কমিয়ে পুজোর আয়োজন করছেন। সরকারি বিধিনিষেধ মেনে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি আলোকসজ্জা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শোভাযাত্রা সমস্তকিছুই বন্ধ রাখা হয়েছে যার ফলে কমিটির সদস্যদের মধ্য উৎসাহে ভাটা পড়েছে। মন্ডপ নির্মাণের কাজ চলছে ঢিমেতালে।মঙ্গলবার জেলা প্রশাসন কর্তাব্যক্তিরা এইতিন পুজো কমিটির নির্মীয়মান পুজো প্যান্ডেল সরোজমিনে খতিয়ে দেখতে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন এই সংবাদ পেয়ে তড়িঘড়ি সম্পন্ন করার কাজে জোর দেওয়া হয়েছে।হরেশ্বর মেলা ইন্দারা গোড়া দুর্গা পুজো কমিটির কার্যকরী সভাপতি জয়ন্ত বরাট ও সম্পাদক রমেশ মোরারকা বলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মন্ডপের উদ্বোধন করবেন এটা আমাদের কাছে খুবই গর্বের। তিনি যে আমাদের পুজো কে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, সমগ্র এলাকাবাসী কৃতজ্ঞ। এবারের পুজো সরকারি সমস্ত বিধি-নিষেধ মেনে করার সমস্ত রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মন্ডপ উদ্বোধন করায় আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।একই প্রতিক্রিয়া জানালেন পুয়াবাগান সার্বজনীন এর অন্যতম উদ্যোক্তা মধু ডাঙ্গর। তিনি বলেন এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত সুখবর শুধু নয় গর্বেরও। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মন্ডপকে বেছে নিয়েছেন এর চেয়ে খুশির খবর আর কি থাকতে পারে। এই খবরে আমাদের এলাকার প্রত্যেকে আনন্দিত। পোয়া বাগান পুজো কমিটির সভাপতি তথা জেলা পরিষদের মেন্টর অরূপ চক্রবর্তী বলেন সারা রাজ্যের সমস্ত জেলার বেশ কয়েকটি পূজো মন্ডপ ভার্চুয়ালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উদ্বোধন করবেন।আমাদের জেলার তিনটি মন্ডপ তিনি উদ্বোধন করবেন।এই প্রথম কোন মুখ্যমন্ত্রী একই সাথে রাজ্যের সমস্ত জেলার পূজামণ্ডপ উদ্বোধন করছেন । উদ্বোধন ঘিরে উদ্যোক্তাদের যেমন চূড়ান্ত ব্যস্ততা তেমনি জেলা প্রশাসন থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্ষীয়ান বিজেপি নেতাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, তদন্তে পুলিশ

মুম্বই, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পেলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী গিরিশ মহাজন। এই ঘটনায় বুধবার জলগাঁও জেলার পারনের থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রতাপ নায়েক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিকেলে জামনেরে গিরিশ মহাজনের জি এম হাসপাতালের উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজিত করা হয়েছিল।বিকেল পাঁচটা নাগাদ গিরিশ মহাজনের সহযোগী দীপক তায়রেকে ফোন করে এই হুমকি দেয় অজ্ঞাত পরিচয় এক দুষ্কৃতী।সে দাবি করে যে অবিলম্বে তাকে এক কোটি টাকা না দিলে গিরিশ মহাজনকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে। যদিও ওইদিন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও বুধবার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন গিরিশ মহাজন।অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর মঙ্গলবার রাত থেকে তদন্ত শুরু করে দেয় পুলিশ। জানা গিয়েছে জলগাঁও জেলার পাচড়া থেকে এই হুমকি ফোন এসেছিল। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে পুলিশ।

নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : নিউ নরমালে ধীরে ধীরে অভ্যস্থ হচ্ছে মানুষ। আর একাধিক নতুন নিয়মের মধ্যে এবার ভার্চুয়ালি উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের পুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে সভাঘর থেকে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে ৬৯ টি পুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। এই প্রথম নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি পুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন উত্তরবঙ্গ দিয়ে শুরু হয় পুজোর উদ্বোধন এর অনুষ্ঠান। প্রথমে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং, দার্জিলিং এর পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর ধীরে ধীরে দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, মুর্শিদাবাদের পুজো উদ্বোধন করেন ভার্চুয়ালি। এদিন পুজো উদ্বোধন এর পাশাপাশি ফের বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুজো করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। রাজ্যবাসীকেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুজোতে বেরোনোর জন্য আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি প্রার্থনা করে জানান, 'অন্যায় থেকে, সংকট থেকে, দাঙ্গা থেকে সকলকে মুক্ত করো মা'।

দ্রুত চালু হোক লোকাল ট্রেন, রাজ্যকে চিঠি রেলের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : বারবার বিভিন্ন মহল থেকে লোকাল ট্রেন চালানোর দাবি উঠছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার লোকাল ট্রেন চালানোর অনুরোধ করে রাজ্যের দেপুটি চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় রাজ্য ট্রেন চলাচলের বিষয়টি চূড়ান্ত করুক বলে ওই চিঠিতে প্রস্তাব জানিয়েছেন তিনি।চিঠিতে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে, ' লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকার ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। দাবি দিন দিন জোরালো হচ্ছে। ক্ষিপ্ত জনতা রেলের সম্পত্তি নষ্ট করছেন। এই অবস্থায় রাজ্য যেন রেলের সঙ্গে একটা আলোচনা এসে বিষয়টি চূড়ান্ত করে। কিভাবে কবে থেকে কি পরিমাণ ট্রেন পরিষেবা শুরু করা যায় সেই বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ জানতে চায়'।পুজোর আগে লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু হবে কিনা তাই নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছিল। কারণ নিউ নরমালে ধীরে ধীরে সমস্ত অফিস খুলে গিয়েছে। তবে লোকাল ট্রেন পরিষেবা এখনও চালু না হওয়ায় বহু মানুষ কাজে যোগ দিতে পারছেন না। ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতি যেমন হচ্ছে ঠিক তেমনি একইভাবে ক্ষতি হচ্ছে রেলের। রেল সূত্রে খবর, শিয়ালদা ডিভিশনের লোকাল ট্রেনের থেকে বার্ষিক আয় হয় সাড়ে ৪০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে হাওড়ায় আয় হয় ২২৮ কোটি টাকা। লকডাউন হওয়া থেকে এদিন অবধি আয় একেবারে শূন্য।অন্যদিকে, দেখা যাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে রেল কর্মীদের জন্য বিশেষ ট্রেন চলছে ১২৮ টি। কিন্তু সেখান থেকে আয় হচ্ছে না কিছুই। তাই এই মুহূর্তে লোকাল ট্রেন চালানোর জন্য রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর পাশাপাশি অনুরোধ করেছে রেল।

যাত্রী চাপ কমাতে এবার রাত ৯ টায় শেষ মেট্রো

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : বেশ কয়েক দিন বন্ধ থাকার পর ফের চাকা ঘুরছে কলকাতা মেট্রোর। মেট্রো চালুর পর থেকেই ক্রমাগত বাড়ছে যাত্রী সংখ্যা ।ফলে চাপ বাড়ছে মেট্রোর। আর তাই পুজোর মরশুমে যাত্রীদের সুবিধার্থে ফের বাড়লো শেষ মেট্রোর সময়। বুধবার এমনটাই জানানো হয়েছে মেট্রোর তরফে।

কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, এতদিন রাত সাড়ে আটটায় শেষ মেট্রো ছাড়লেও সোমবার ১৯ অক্টোবর থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত নটায়। নোয়া পাড়া ও কবি সুভাষ থেকে রাত ৯ টায় শেষ মেট্রো ছাড়বে। তবে এই নিয়ম সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত। মূলত ভিড় সামল দিতেই শেষ মেট্রোর সময় বাড়ানোর কথা ভেবেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে রবিবার ১৮ অক্টোবর থেকে মেট্রো সকাল ১০.১০ থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত পরিষেবা মিলবে। রবিবার নোয়াপাড়া থেকে দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৮.২৩ মিনিটে। বর্তমানে রবিবার ৫৮টি মেট্রো চলাচল করে তবে এবার সেই সংখ্যা বেড়ে মেট্রো চলাচল করবে ৬৪টি। অন্যদিকে সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন ১৪৬টি মেট্রো চলাচল করে।

করোনা পরিস্থিতিতে একাধিক নিয়ম মেনে চালু হয়েছে মেট্রো। নেই টোকেনের ব্যবস্থা। যাত্রা করতে গেলে স্টেশনে ঢোকার জন্য অ্যাপ মারফত নিতে হচ্ছে ই-পাস। এছাড়াও কোন যাত্রীকে মাস্ক ছাড়া ঢুকতে দেয়া হচ্ছেনা স্টেশন চত্বরে। তাপমাত্রা মেপে জীবাণুমুক্ত করে তবেই অনুমতি মিলছে স্টেশনে ঢোকার। এমনকি কলকাতা মেট্রোয় প্রবেশ-বেরোনর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা হয়েছে গেট।

হাফলঙে অসম গণ পরিষদ-এর ৩৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

হাফলং (অসম), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর ডিমা হাসাও জেলা কমিটি দলের ৩৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছে। বুধবার হাফলং জেলা অগপ কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে অসম আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি বিজয়েন্দ্র সেংইয়ং। এদিন অসুস্থ জেলার প্রবীণ অগপ নেতা হাইরেম জেমির সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন দলের নেতা কর্মীরা।

বুধবার রাজ্যের আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ-এর ৩৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক চন্দ্র ইংহি, অগপ নেতা সিনট ক্রো সহ অন্যরা। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর ডিমা হাসাও জেলায় অগপ দলের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে দলীয় নেতা কর্মীদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ২০২১ বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও দলীয় নেতা কর্মীরা আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

অসুস্থ আরাবুল ইসলাম, ভর্তি হাসপাতালে

ভাঙড়, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : গুরুতর অসুস্থ হয়ে নিউটাউনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভাঙড়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। বুকে ব্যাথা নিয়ে মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছেন ভাঙড়ের এই তাজা ছেলে।

বেশ কিছুদিন ধরেই সুগার, প্রেসার ওঠানামা করছিল। তবুও সেসব উপেক্ষা করেই ক্রমাগত দলীয় কর্মসূচী পালনে বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছিলেন আরাবুল। এরফলে বেশ কিছুদিন ধরেই শরীর খারাপ ছিল তাঁর। অবশেষে মঙ্গলবার গুরুতর অসুস্থতা বোধ করেন এই তৃণমূল নেতা। তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যরা তাঁকে নিউটাউনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে তাঁর শরীরে করোনা সংক্রমণ নেই বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। আগামী দু একদিনের মধ্যেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

কৃষকদের সঙ্গে বৈঠকে অনুপস্থিত খোদ কৃষিমন্ত্রী, কটাক্ষ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি. স.): কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় ব্যাপক পরিমাণে কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।সেই আন্দোলনকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে পঞ্জাবের ২৯ টি কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকের সচিব। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল রফাসূত্র বের করে আন্দোলন থেকে কৃষকদের প্রতিহত করা। কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরের অনুপস্থিতি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কৃষিমন্ত্রীর অনুপস্থিতির জন্য কৃষকদের ক্রোধ আরও বেড়ে গিয়েছে। বৈঠকের টেবিলে কার্যত অসন্তোষ প্রকাশ করে শীর্ষ কৃষক নেতারা।তারা ক্রমাগত নতুন কৃষি আইন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্লোগান দিতে থাকে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সামনে এসে নতুন কৃষি আইনের নথি ছিড়ে ফেলে কৃষক নেতারা। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে কৃষিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে আখ্যা দিয়েছে দেশের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সিং সূর্জেওয়ালা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে এবং কৃষিমন্ত্রীও কোনদিন কৃষিকাজ করে দেখেননি। কৃষিকাজ কি করে করতে হয় সেই সম্পর্কে দুজনেরই কোন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা নেই। এরাই নতুন কৃষি আইন এনে বলছে এটা কৃষকদের পক্ষে।অথচ বিক্ষুব্ধ কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে অনুপস্থিত কৃষিমন্ত্রী স্বয়ং। দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র বিজেপি রচনা করেছেন তা শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। দল হিসেবে কংগ্রেস কৃষকদের জাগ্রত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

আহিরীটোলার পুজো উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। হাতে আর মাত্র আট দিন। তারপরেই সপরিবারে মর্তে আগমন ঘটবে মা দূর্গার। আর এবার পুজোর আট দিন আগেই দ্বার খুলে গেল আহিরীটোলার। বুধবার আহিরীটোলার পুজো মন্ডপের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলতি বছর ৮১ তম বর্ষে পা দিল আহিরিটোলা সর্বজনীন। চলতি বছর করোনা আবহে সকলের ছিল মন খারাপ। তবে, পুজো আসতেই বাঙালির মুখে ফুঁটলো চওড়া হাঁসি। আর এরই মাঝে এদিন মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন আহিরীটোলার পুজোর। আর এই বছর ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির কথা মনে রেখে আস্ত গুজরাতের মোদেরার সূর্যমন্দির গড়ে উঠেছে আহিরিটোলা সর্বজনীনের পুজো মন্ডপে।

চিন সমর্থক এআইইউডিএফ ও কংগ্রেসের নেতা বুদ্ধিজীবীদের মোগলের বংশধর আখ্যা মমিনুলেরও

গুয়াহাটি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : চিন সমর্থক রাজ্যের এআইইউডিএফ ও কংগ্রেসের একাংশ নেতা বুদ্ধিজীবীদের মোগলের বংশধর হিসেবে এবার আখ্যায়িত করলেন অসমের সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান মমিনুল আওয়াল গরিয়া। দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেছিলেন, অসমে মোগলের আক্রমণ চলছে। অশুভ অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণ প্রতিহত করতে অসমের সর্বশ্রেণির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

সর্বানন্দের এই বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে মমিনুল আওয়াল গরিয়া বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক ভিডিও বার্তায় মমিনুল আওয়াল গরিয়া নিজের অভিমত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, হয়তো কিছু সংখ্যক সংবাদ মাধ্যমের কর্মী বিষয়টির গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না। তিনি বলেন, চিনের সমর্থনে রাজ্যের চিরাচরিত কৃষ্টি সংস্কৃতি, সমাজনীতি, ভাষা, অর্থনীতির উপর বহিরাগত আক্রমণ চলছে। এ ধরনের আক্রমণকে প্রকৃতপক্ষে মোগল আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ সব ঘটনার পেছনে চিনের সমর্থন রয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

তাই অসমের কৃষ্টি সংস্কৃতির স্বার্থে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোগলের আক্রমণকে প্রতিহত করতে হবে। চিনের সমর্থনকারী একাংশ বুদ্ধিজীবী তথা কংগ্রেস ও এআইইউডিএফের নেতারা অসমের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে আগামী ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট আদায় করে ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা করছেন। তাই চিন কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত বুদ্ধিজীবী, নেতা ও কৃষক সংগঠনের প্রত্যেককেই মোগলের বংশধর বলে আখ্যা দিয়েছেন মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

তিনি আরও বলেছেন, এআইইউডিএফের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের তল্পিবাহক একটি দলের আদিত্য লাংথাসা ও চম্পক কলিতাদের ভূমিকাও মোগল বংশধরের মতো বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন মমিনুল আওয়াল। তাই অসমিয়া জাতি ও খিলঞ্জিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় মানুষের বৃহৎ স্বার্থ রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে এ ধরনের চিনা সমর্থনকারী মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে তাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হবেন বলে আশাবাদী মমিনুল। এছাড়া আগামী নির্বাচনে একশোর বেশি আসনে বিজয়ী হয়ে রাজ্যে ফের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন বক্তা।

পুজোর আগে শহরবাসীকে মাস্ক বিলি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে আর এক সপ্তাহ পরেই পুজো। এই বছর করোনা আবহে হবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো। আর তাই পুজোর আগে শহরবাসীকে সচেতন করতে বুধবার শহরের রাস্তায় মাস্ক বিলি কলকাতা পুলিশের।

করোনা সংক্রমণের হাত থেকে শহরবাসীকে বাঁচাতে তৎপর কলকাতা পুলিশ। করোনা আতঙ্কে রাজ্যবাসী ভয় পেলেও নিজেদের কাজে অবিচল পুলিশ। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানায় হানা দিয়েছে করোনা। কিন্তু তবুও পিছিয়ে না গিয়ে জনগনের সেবায় রত পুলিশ। জনগণকে সচেতন করতে কখনও মাইকিং কখনও লিফলেট বিলি করে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে পুলিশ। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা বারবারই বলছেন করোনাকে হারাতে গেলে পরতে হবে মাস্ক। এরই মাঝে এসে গিয়েছে পুজো। আর তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এদিন বালিগঞ্জে মাস্ক বিলি কলকাতা পুলিশের।

জোর কদমে চলছে হিন্দুস্থান পার্ক সর্বজনীনের পুজো প্যান্ডেল তৈরির কাজ

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। কারণ ক্যালেন্ডার বলছে পুজো দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। হাতে আর মাত্র একটা সপ্তাহ। তারপরেই প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে রাজ করবেন মা দূর্গা। তাই শেষ মুহূর্তে জোরকদমে চলছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ।

চলতি বছর করোনা আবহে কিভাবে হবে পুজো সেই চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছিল পুজো উদ্যোক্তাদের। এই বছর পুজোর ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একাধিক গাইডলাইন। বলা হয়েছে চারদিক ঘেরা থাকলে প্যান্ডেলের ছাদ খোলা রাখতে হবে আর ছাদ ঘেরা থাকলে প্যান্ডেলের চারপাশ খোলা রাখতে হবে। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি শুরু করেছে হিন্দুস্থান পার্ক।আর এই বছর কঠিন সময় কাটিয়ে রোগমুক্ত হোক পৃথিবী মায়ের কাছে এই মনস্কামনা হিন্দুস্থান পার্ক সর্বজনীনের এবারের থিম " মানত"।

রাজ্যপালের কাছে এসে সুবিচার চাইলেন বলবিন্দর সিংয়ের স্ত্রী-পুত্র

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : বলবিন্দর সিংয়ের স্ত্রী কর্মজিৎ কৌর এবং পুত্র হর্ষবীর বুধবার রাজভবনে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছে আসেন। গত ৮ অক্টোবর বলবিন্দরকে 'পাগড়ি খুলে মারধর'-এর অভিযোগে তাঁরা সুবিচার চান।

বলবিন্দর সিংয়ের স্ত্রীর সঙ্গে পুত্র ছিল। অকালি দলের জাতীয় মুখপাত্র এবং দিল্লি শিখ গুরুদ্বার ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি মনজিন্দর সিং শীর্ষর পাঠানো এক প্রতিনিধিদল। ঘটনার পরদিনই শীর্ষ কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এদিন রাজ্যপাল রাজভবনে ওঁদের চারটি ছবি-সহ টুইটে বলেন, বলবিন্দর সিংয়ের স্ত্রী-পুত্র যখন সুবিচার চাইলেন, আমার সে সময় খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি মমতা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব রাজ্য পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দফতরের অবিচার খন্ডন করতে।

অপর টুইটে ধনকর লেখেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত নয়, অভিযোগকারীর পাশে রাজ্যের

ছয়ের পাতায়

প্রৌঢ়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বারুইপুরে

বারুইপুর, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : এক প্রৌঢ়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত মল্লিকপুর হরিহরপুর এলাকায়। মৃতার নাম বর্ণালী সাহা(৫২)। বারুইপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাথিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বাড়িতে একাই থাকতেন ওই মহিলা। এদিন বিকেলে এলাকার বাসিন্দারা জানালা দিয়ে দেখতে পান ঘরের মধ্যে ঝুলছে ওই মহিলার দেহ। তড়িঘড়ি তাঁরা বারুইপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কি কারনে ওই মহিলা আত্মঘাতী হলেন সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণ মৃত্যুতে নয়া রেকর্ড

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.): বিগত কয়েকদিন ধরে রোজই রাজ্যে নতুন করে তৈরি হচ্ছিল করোনা সংক্রমনের রেকর্ড। বুধবার সংক্রমনের রেকর্ডের পাশাপাশি নতুন করে তৈরি হলো মৃত্যুর রেকর্ডও। রাজ্যে গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬৪ জনের। যা এই যাবত সর্বাধিক। এতদিন মৃত্যুর সংখ্যা আটকে ছিল ৬২তেই তবে বুধবার একবার ফের সেই সংখ্যা লাফিয়ে বাড়লো। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬৭৭জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০৯৬জন। তবে চিন্তা বাড়িয়ে মোট পরীক্ষিত নমুনার ৮.০১ শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই। এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩১ হাজার ৫০৫জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৫ হাজার ৬৯৭ জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২ লাখ ৬৮হাজার ৩৮৪জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৮০৮জনের। এদিকে ফের কমেছে রাজ্যে সুস্থতার হার। এখন রাজ্যে সুস্থতার হার ৮৭.৭৯ শতাংশ।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরেও রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। ৭৯৪ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতায়। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬হাজার ৬৮২টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৫৬জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৭হাজার ৮৮৩জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১২জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৯২৬জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬৮৭৩জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৬৬জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২ হাজার ৫৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৮লাখ ১৮হাজার ৪৪২টি। এখন রাজ্যে ৯১টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

সোমবার দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন জে পি নাড্ডা

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : কথা ছিল আসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু বিহার নির্বাচন ও নিজের স্বাস্থ্যের কারণে আসতে পারছেন না তিনি, তাঁর জায়গায় সোমবার দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা। এই সফরে তিনি উত্তরবঙ্গে দলীয় সভা করবেন। জানা গিয়েছে, পুজো মিটলে নভেম্বরেই রাজ্যে আসবেন অমিতবাবু।

পুজোর আগেই শিলিগুড়িতে বড়সড় সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা ছিল বিজেপির অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কিন্তু বৈঠকের প্রস্তাবিত নির্ঘণ্টের তিন দিন আগে অমিতবাবুর মন্ত্রক রাজ্য বিজেপি-কে জানিয়ে দিল, আপাতত তাঁর পশ্চিমবঙ্গ সফর হচ্ছে না।

তবে অমিতবাবু আসতে না পারলেও বৈঠক বাতিল হচ্ছে না। কর্মসূচি দিন দুই পিছিয়ে দিয়ে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা আসছেন শিলিগুড়িতে। আপাতত ঠিক হয়েছে, পুজোর পর রাজ্যে এলে মূলত দক্ষিণবঙ্গ ও জঙ্গলমহলে সভা করবেন অমিত শাহ। সবটাই প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

এর আগে জানা গিয়েছিল, অক্টোবরের ১৬ ও ১৭ তারিখ অমিত শাহ রাজ্যে আসবেন। তিনি উত্তরবঙ্গে একাধিক সাংগাঠনিক সভা করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজেপির তরফ থেকে জানা গিয়েছে, শারীরিক কারণ ও বিহার নির্বাচনের জন্য আপাতত পুজোর আগে রাজ্য আসছেন না অমিত শাহ। তার বদলে এখন দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন জেপি নাড্ডা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ওনার মাথার চিকিৎসা করাতে হবে, রাজ্যপালকে কটাক্ষ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : ক্রমেই চওড়া হচ্ছে রাজ্য ও রাজ্যপালের সঞ্ঘাত। বুধবার ফের একবার রাজ্যকে নিশানা করে টুইট করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই পাল্টা তাঁকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এদিন সকালে টুইট করে রাজ্যপাল লেখেন, "আমি যখন পশ্চিমবঙ্গে বোমা তৈরি আর হিংসাত্মক কাজের কথা তুলেছিলাম, তখনও অবাক হওয়ার কিছু বাকি ছিল। বারাকপুরে মণীশ শুক্ল খুন এবং পরে কলকাতার বেলেঘাটার ক্লাবে বিস্ফোরণ। গত ১১ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথার পর লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে পরিস্থিতির কথা লিখেছিলাম। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে মনে হচ্ছে রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির খুব দুর্ভাগ্য। সরকারের উচিত নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা। কিন্তু তা ভঙ্গ করা এবং নির্যাতনের কারণ হয়ে উঠেছে সরকার, কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশ"।

এরপরেই রাজ্যপালকে কটাক্ষ করে পার্থবাবু বলেন, "ওনার মাথার চিকিৎসা করাতে হবে এবং তিনি রাজভবনে বসবেন না বিজেপি দফতরে বসবেন সে বিষয়ে ভাবতে হবে"। রাজ্যপালের টুইটের প্রেক্ষিতে তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় কার্যত এই ভাষাতেই পাল্টা আক্রমণ করেন রাজ্যপালকে।

শহরবাসীকে সংক্রমণমুক্ত করতে শহরের রাস্তায় থার্মাল স্ক্রীনিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। এরই মাঝে সামনেই পুজো। আর তাই করোনা সংক্রমনের হাত থেকে শহরবাসীকে বাঁচাতে বুধবার শহরের রাস্তায় থার্মাল স্ক্রীনিং কলকাতা পুলিশের।

চোখে দেখা না গেলেও এই অদৃশ্য ভাইরাস আতঙ্কে কোণঠাসা শহরবাসী। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরে জাঁকিয়ে বসেছে করোনা। সংক্রমণ এড়াতে ক্রমাগত দূরত্ব বজায় রাখতে জনগণকে সচেতন করছে পুলিশ। কিন্তু অনেকেই এখনও কতটা ভয়ঙ্কর করোনা তা বুঝে উঠতে পারছে না। তবে, সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তাই এদিন রবীন্দ্র সরোবরে থার্মাল স্ক্রিনিং চালায় কলকাতা পুলিশ। বাজারে বা দোকানে গেলে আগে শহরবাসীর তাপমাত্রা মাপছে পুলিশ। যদি তাপমাত্রা সঠিক থাকে তবে দোকানে যেতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে পুলিশের তরফে।

দুর্গাপুজোতেও জারি থাকবে পুরপরিষেবা

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.): পুজোতেও শহর কলকাতায় চালু থাকবে পুরপরিষেবা। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার মুখ্যপ্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে পুজোর দিন গুলিতে লাগাতার করোনা পরীক্ষা হবে বলেও জানান তিনি।

আসন্ন দুর্গাপুজোর দিনগুলিতেও শহরে কোভিড সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে পুর পরিষেবা যথারীতি চালু থাকবে জানিয়ে পুর প্রশাসক বলেন, "পুজোর দিনগুলিতে শহরের প্রতিটি পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা থাকবে, নিয়মিত করোনা পরীক্ষা চলবে, কোভিড সহ অন্যান্য রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছে দিতে এম্বুলেন্স পরিষেবা চালু থাকবে, শববাহী যানের পরিষেবাও স্বাভাবিক থাকবে। সব রকম পুরপরিষেবার পাশাপাশি পুজোর দিনগুলিতে আরও বেশি করে শহরে জীবানুমুক্তকরণের কাজ চলবে"।

কয়েকদিনের মধ্যেই পুরসভার কাছে আরেকটি মিস্ট ক্যানন আসবে বলে ফিরহাদ হাকিম জানান। তিনি বলেন, লকডাউন উঠে যাওয়ার পর অনেক সংখ্যায় মানুষ রাস্তায় বেরোনোয় সম্প্রতি শহরে করোনা সংক্রমনের হার কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু পুরসভার পক্ষ থেকে মাস্ক ব্যবহার করা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য লাগাতার প্রচার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, এদিন প্রকাশিত হয়ে গেল দুর্গা পুজো ২০২০ কলকাতা পুরসভার গাইড বুক। কলকাতা পুরসভায় আজ এক আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন পুর প্রশাসক মণ্ডলীর মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। প্রতি বছরই কলকাতা পুরসভা সাধারণ দর্শনার্থীদের সুবিদার্থে এই বই প্রকাশ করে। এই গাইড বুকে রাস্তার রুট ম্যাপ থেকে আকর্ষণীয় পুজো সব তথ্য থাকবে। পাশাপাশি থাকবে সমস্ত জরুরি পরিষেবার নম্বর। যা আপতকালীন সময়ে মানুষকে সাহায্য করবে।

সংক্রমণ রুখতে পুজোর সময় মণ্ডপে না ঘোরার আবেদন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়ের

রামপুরহাট, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : প্রতিবার প্রাক পুজোয় বীরভূমের রামপুরহাটের নবীন ক্লাবে আসেন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়।। এবার কোভিড পরিস্থিতিতেও তার অন্যথা হয় নি। তবে, এবার মণ্ডপে এসে করোনা সংক্রমন রুখতে বার্তা দিয়ে গেলেন বীরভূম সাংসদ।

তিনি বলেন, ২০২০ সালে অনেক সমস্যার মধ্যে পেরোতে হচ্ছে। মা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। মাকে বলবো, আগামীতেও আমাদের বাঁচিয়ে রাখো। তবে আমি আপনাদের বলবো, এবার মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরবেন না। তাহলে সক্রমণ ছড়াবে। মাকে প্রণাম করে বাড়িতেই থাকুন।

সিংয়ের স্ত্রী-পুত্র

পাচের পাতার পর

থাকা উচিত। বলবিন্দর সিংয়ের ঘটনায় অবিলম্বে প্রতিকার করা উচিত রাজ্যের। সংবেদনশীল ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে সার্বিকভাবেভাল হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, নবান্ন অভিযানে বলবিন্দর সিংহের হেনস্থায় মমতা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে উদ্দেশ করে পাঠানো ওই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে। চিঠির কারণ হিসাবে লেখা হয়েছে নিরাপত্তা অফিসার বলবিন্দর সিংয়ের পাগড়ি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খুলে দেওয়া। চিঠিতে ভারত সরকারের যুগ্মসচিব ডি ই রিচার্ডস লিখেছেন, তাঁকে কমিশন ১৫ দিনের মধ্যে এই জবাব পাঠানোর কথা জানাতে বলেছে। দিল্লি বিজেপি-র মুখপাত্র তাজিন্দর পাল সিং বাগ্গার অভিযোগক্রমে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

বিজেপি-র মহাকরণ অভিযানে বলবিন্দর সিংয়ের পাগড়ি খুলে যাওয়ার ঘটনার পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার বাগ্গা চারটি ছবি-সহ টুইটে লেখেন, মমতা সরকার যেভাবে এক শিখ সুরক্ষাকর্মীর পাগড়ি খুলে তাঁর কেশের অপমান করল, তা ১৯৮৪ সালের নরসংহারের দৃশ্য মনে করিয়ে দিল। দেশের স্বাধীনতায় শিখরা সবচেয়ে বেশি বলিদান দিয়েছে। তাদের সঙ্গে যে সরকার এ রকম ব্যবহার করল, তাদের এক মিনিটও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

যাত্রা ক্যানিংয়ে

তিনের পাতার পর

দাসের উদ্যোগে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে এই সচতনতা প্রচার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিনে ক্যানিং এলাকায় করোনা সংক্রমণ বেড়েছে মারাত্মক হারে। বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর ঘটনা ও ঘটেছে। আর এরফলে এলাকার সাধারন মানুষজন যথেষ্ট আতঙ্কিত। আর সেই কারনে এলাকার মানুষের আতঙ্ক কাটিয়ে করোনা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে। পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারন মানুষজন।

আমাদের পুলিশ নিয়ম-রীতি মেনেই কাজ করে : জল কামানে করোনা ভাইরাসের অভিযোগ উড়িয়ে দাবি অরূপ বিশ্বাসের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : কিছুদিন আগে বিজেপির নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার অবস্থা হয়েছিল শহরতলীর। পুলিশ বিজেপি কর্মীদের খণ্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শহরের রাস্তা। নবান্ন অভিযানে বিজেপি কর্মীদের মিছিল আটকাতে জল কামানের ব্যবহার করে পুলিশ। "জল কামানে ছিল করোনা ভাইরাস মেশানো রাসায়নিক। আক্রান্ত বহু কর্মী' এমনটাই অভিযোগ করেছে বিজেপি। আর তারপরেই বুধবার "আমাদের পুলিশ নিয়ম-রীতি মেনেই কাজ করে" পাল্টা দাবি রাজ্য ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের।

বিজেপি যুবমোর্চার নবান্ন অভিযানের সময় করোনাভাইরাস মিশ্রিত রাসায়নিক জলকামানে ব্যবহার করা হয়েছিল। ওই ঘটনার পর বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী কোভিড পজিটিভ হয়েছেন এবং কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এই অভিযোগ তুলে এদিন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপির প্রতিনিধি দল। আর তারপরেই এই পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অরূপ বিশ্বাস পাল্টা দাবি করেন, "যাদের কাজ নেই তারা অভিযোগ করছে। বাংলা কিভাবে পিছিয়ে দেওয়া যায় বাংলাকে কিভাবে খাটো করে দেখানো যায় সেসবের চেষ্টা করছে। আমাদের পুলিশ নিয়ম-রীতি মেনেই কাজ করে"।

আহিরীটোলার পাশাপাশি নাকতলা উদয়ন সংঘ পুজো মণ্ডপের দ্বার খুললেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : শহর জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে পুজো। যদিও বাকি পুজোর আটদিন। তবে, এরই মাঝে শহর জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে পুজো পুজো রব। আর বুধবার আহিরীটোলার পাশাপাশি নাকতলা উদয়ন সংঘের পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। কারণ শহর বলছে পুজো এসে গিয়েছে। আর আজ থেকে তো খুলে গেল শহরের দুটি পুজো মন্ডপও। একদিকে আহিরীটোলা অন্যদিকে নাকতলা উদয়ন সংঘ। এদিন নাকতলা উদয়ন সংঘর মণ্ডপে গিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। চলতি বছর নাকতলা উদয়ন সংঘ কবীর সুমনের একটি গানের লাইনকেই এবারের এখানে মণ্ডপের ক্যানভাসে তুলে ধরছে। "বেকার মেঘেরা চলল দূর,শরৎ-আকাশে ব্যথার সুর" এই গানের বাণীর মধ্যে দিয়েই দেখার চেষ্টা হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকের জীবনকে নাকতলা উদয়ন সংঘের মণ্ডপে। করোনা আবহে এবার মণ্ডপে প্রবেশ না করেই দর্শনার্থীরা যেদিক দিয়েই আসুক না কেন তাঁরা প্রতিমার দর্শন পাবেন।

ট্রেন চালানোর দাবিতে হাওড়ায় ডিআরএমের কাছে বিজেপি প্রতিনিধিদল

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : রেল কর্তৃপক্ষ দূরত্ববিধি মেনে ট্রেন চালাতে প্রস্তুত। কিন্তু মমতা ব্যানার্জীর সরকার ট্রেন চালানোর অনুমতি দিচ্ছে না। বুধবার হাওড়ার ডিআরএম-এর অফিস থেকে বেড়িয়ে এই অভিযোগ করেন বিজেপি-র সাংসদ তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়।

চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন করোনা আক্রান্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : আরো কিছুটা সুস্থ হলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বুধবার চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন করোনা আক্রান্ত সৌমিত্র। খুলেছেন চোখও। বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসারত অভিনেতা।

বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে খবর,সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে। তবে সামান্য জ্বর রয়েছে অভিনেতার। তবে,সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। রাতে ঘুমিয়েছেন অভিনেতা। অ্যান্টিবায়োটিকে সাড়া দিচ্ছেন তিনি। রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক। শরীরে ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়ামের সমস্যা ছিল অভিনেতার। বর্তমানে ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে এলেও, সোডিয়ামের মাত্রা বেশি রয়েছে। স্নায়বিক সমস্যা খানিকটা কেটেছে। মূত্রনালীর সংক্রমণও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে।

প্রসঙ্গত, ৬ অক্টোবর অভিনেতার পরিবারের সদস্যরা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ইএম বাইপাসের ধারে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করে। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন মৃদু জ্বর ছিল তার। হাসপাতালে ভর্তির পর তার জ্বর কমে যায়। অক্সিজেনের মাত্রাও তখন স্বাভাবিক ছিল। যদিও তারপরে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা হতে শুরু করায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় অভিনেতার।

একাধিক

● **প্রথম পাতার পর**

সভাপতি জেপি নাড্ডার সাথেও দেখা করার পরিকল্পনা রয়েছে। অবশ্য এ মুহূর্তে দিল্লি সফরে গিয়ে শরিক দল বিজেপি-র উপর চাপ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়ে গেছে।

দায়ের

● **প্রথম পাতার পর**

৬০০০ হাজার টাকা প্রদানের কথা জানানো হয় বলে জানান পরিবারের সদস্যরা। এই গ্রাম্য সভায় বিচার না পেয়ে মঙ্গলবার রাতে সাব্রুম থানায় মামলা দায়ের করে নির্যাতিতা। অভিযোগ পেয়ে সাব্রুম থানার পুলিশ তদন্তের জন্য এলাকাতে রাতেই ছুটে যায়।

হাইকমিশনার

● **প্রথম পাতার পর**

প্রথমে তিনি পরিদর্শন করেন বিলোনিয়া বিএসএফের ২০০ নাম্বার ব্যাটেলিয়ান হেডকোয়াটার অর্থাৎ বিলোনিয়া বিএসএফ ক্যাম্পে ন বিএসএফ ক্যাম্প সন্নিহিত মুহুরী নদীর চর তিনি পরিদর্শন করেন। বিএসএফের আধিকারিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন ন এরপর তিনি যান বিলোনিয়া মুহুরীঘাট আন্ত শুল্ক বাণিজ্য কেন্দ্রে। সেখানে গিয়ে বাংলাদেশ ল্যান্ড কাস্টমে যান। বাংলাদেশ ল্যান্ড কাস্টম থেকে বিজিবি-র ঞ্জঞ্জ কামরুল আকরামের কাছ থেকে বর্তমানে মুহুরীচরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেন ন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কাস্টমসের ডাম্পিং স্টেশন পরিদর্শন করেন ন সেখান থেকে এসে আবার বিলোনিয়া বিতর্কিত ভারতীয় এবং বাংলাদেশের বিতর্কিত মুহুরীর চর পরিদর্শন করেন। এর পরবর্তীতে ভারতের যে কাস্টম অফিস সেখানে পরিদর্শন করেন।

যেখানে ডাম্পিং স্টেশন আছে সে জায়গাটা পরিদর্শন করেন ন পরবর্তী সময়ে মরিগাঁও আন্ত শুল্ক বাণিজ্য কেন্দ্রে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান ভারত-বাংলাদেশের সুসম্পর্ক আগেও ছিল এখনো আছে। এই মুহুরীচরের যে সমস্যা আছে তা প্রায় শেষের পথে। তিনি আন্তরিকভাবে এই বিষয়ে চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি সেখানে ভারত-বাংলাদেশ মুহুরীঘাট দিয়ে বন্ধ রেল চলাচলের চালু করার বিষয় নিয়ে বিলোনিয়ার বিধায়কের সাথে আলোচনা করেন ন ল্যান্ড কাস্টম পরিকাঠামো নির্মাণ সেই কাজটাও আটকে রয়েছে। সেই বিষয়েও তিনি দেখবেন বলে জানান ন বিলোনিয়া পুর পরিষদের পৌরমাতার তরফ থেকে চারটি দাবি বাংলাদেশের হাইকমিশনারের কাছে রাখা হয়। এদিকে বাংলাদেশ হাইকমিশনারের সাথে আগরতলা স্থিত বাংলাদেশ ভিসা অফিস এর সহকারী-হাইকমিশনার কিরিটি চাকমাও এই দিন বিলোনিয়া সফর করেন।

এআইকেকেএমএস এর ডেপুটেশন কৃষি আধিকারীককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। রাজ্যে সমস্ত কৃষি ঋণ মুকুব করা, ধান আলু সহ রাজ্যের উৎপাদিত ফসল কৃষকদের কাছ থেকে লাভজনক মূল্যে সরকার ক্রয় করা, কৃষি জমি সংস্কারে সরকারি ভর্তুকি প্রদান করা, রাজ্যের প্রত্যেক মহাকুমায় সরকারি হীমঘর স্থাপন করা সহ নয় দফা দাবিতে বুধবার আগরতলা কৃষি ভবনে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় অল ইন্ডিয়া কিষান ক্ষেত মজদুর সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন এ আই কে কে এম এস রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক সুব্রত চক্রবর্তী। এদিন চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল দপ্তরের আধিকারিক দেবপ্রসাদ সরকারের হাতে দাবি সনদ তুলে দেন। এ আই কে কে এম এস রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক সুব্রত চক্রবর্তী জানান, বিজেপি সরকারের একতরফা দেশের কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী ৩ টি কৃষি আইন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সম্প্রতি পাস করে নিয়েছে। ফলে কর্পোরেট লাভান্বিত হবে। কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হবে। করোনা পরিস্থিতির সুযোগে পুঁজিবাদীদের স্বার্থে এ ধরনের বিল পাস করে নিয়েছে সরকার। কৃষি বিরোধী এই বিলগুলি সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে। আর এরই দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে দপ্তর আধিকারিকের কাছে। দপ্তর আধিকারিক বিষয়টি সহমত পোষণ করে জানান উর্দতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হবে।

তেলিয়ামুড়ায় দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ অক্টোবর।। রাজ্যে প্রায় প্রতিদিনই চুরি কান্ড অব্যাহত রয়েছে। নিশি কুটুম্বদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ রাজ্যবাসী। মঙ্গলবার রাতের কোন এক সময় তেলিয়ামুড়া থানাধীন পুরাতন টিআরটিসি সংলগ্ন এলাকায় একুয়া হবি নামের একটি একুরিয়াম ও বিদেশী মাছ বিক্রির দোকানে নিশি কুটুম্বরা হাত সাফাই করল। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন পুরাতন টিআরটিসি এলাকার অভিজিৎ পালের দোকানে নিশিকুটুম্বের দল রাতের অন্ধকারের নির্জনতার সুযোগ নিয়ে হাত সাফাই করে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকার জিনিস পত্র নিয়ে চম্পট দেয়। দোকান মালিকের বক্তব্য মূলে জানা যায়, মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া বাজার সমস্তই বন্ধ থাকে। সেই নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিশি কুটুম্বের দল অভিজিৎ পালের দোকানে থাকা বেশ কিছু দামি মাছ, মূল্যবান পাথর সহ আরো বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রত্যক্ষ করে দোকানের দরজা ভাঙ্গা। ঘটনার খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ প্রায় এক ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে আসে দায়সারা মনোভাব নিয়ে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনার খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্যের চুরি কাণ্ডের বেগ কমাতে পুলিশ কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

হাসপাতাল, জিবিপি, আইজিএম, টিএমসি সহ বেসরকারি নার্সিং হোম। এগুলিতে কোভিড-১৯-এর পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীর জন্য রয়েছে অক্সিমিটারের ব্যবস্থা। এর মধ্যে দিয়ে রোগী নিজেই অক্সিজেনের মাত্রা নির্ধারণ করতে পারবেন। তিনি জানান, উপসর্গযুক্ত করোনা রোগী যাদের অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে তাদের নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি আরও উল্লেখ করেন, হোম আইসোলেশনে থাকা করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি হয়ে থাকেন এবং তিনি যদি সরকারি চাকরিজীবী না হন সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ১০ দিনের খাদ্য সামগ্রী অথবা ১,৫০০ টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, করোনা অতিমারির শুরুতে রাজ্যে মাত্র ৩০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং একটি ভেন্টিলেটর ছিলো। এখন বেড়ে ১,১৩৬টি অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং ৯২টি ভেন্টিলেটর রাজ্যে রয়েছে। সেই সঙ্গে ৫০০ পিপিই কিট তখন ছিলো যা বর্তমানে প্রায় ৬৫,০০০টি রয়েছে। করোনা মোকাবিলায় গ্রাম থেকে শহর সমগ্র ত্রিপুরা প্রস্তুত রয়েছে। ঢেলে সাজানো হয়েছে সমস্ত জেলা হাসপাতাল, কমিউনিটি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকেও। স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক, নার্স, আশাকর্মী, পুলিশ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তৎপরতার জন্যই করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এজন্য তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার ফলে গত ৫ বছরের তুলনায় রাজ্য থেকে বহিঃরাজ্যে রেফার কেইসের হার কমেছে। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, ২০১৯-২০ সালে রেফার কেইসের সংখ্যা ছিলো ১,৯৮৮টি। ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত সেই সংখ্যা মাত্র ৫৩২। তিনি বলেন, রাজ্যে গত দু-বছরে মোট নিউরো সার্জারি করা হয়েছে ৩০০ জনের। এছাড়াও নিউরো সংক্রান্ত ১,৩০০ জন রোগী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। খুব অল্প খরচে এই চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন রোগীরা যা কল্পনাতীত।

আগামী দিনগুলিতে রাজ্যের নাগরিকদের যেন বহিঃরাজ্যে গিয়ে চিকিৎসা না করতে হয় সে দিশাতে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে রাজ্যে প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ ই-কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এই স্বাস্থ্য প্রকল্পে একজন রোগী সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুবিধা পেতে পারেন।

আজ এডিসি

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরা সরকার আগামীকাল সমস্ত কর্মচারীদের অফিসে হাজিরা দেয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিশেষ কারণ ছাড়া আগামীকাল অফিসে অনুপস্থিতিতে সরকারী কর্মচারীদের ঘাড়ে শাস্তির খড়গ নামতে পারে বলে সাফ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, এডিসি এলাকায় বন্ধ বানচাল করারও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। শাসক দল বিজেপি ছাড়াও বিরোধী সিপিএম এই বন্ধকে সমর্থন করেনি। রাজ্যবাসীর কাছে এই বন্ধ প্রত্যাখান করার জন্য তারা দাবী জানিয়েছে। ফলে, আগামীকাল বন্ধকে ঘিরে পাহাড়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলেও আশংকা করা হচ্ছে।

শিশুর মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর**

এভাবে শিশুটির মৃত্যু হত না।ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিলোনিয়া হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দিলে খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।এই গাফিলতির জন্য যারা দায়ী তাদের খুঁজে বের করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন শিবু ত্রিপুরা নামে ওই ব্যক্তি। ভবিষ্যতে অ্যাম্বুলেন্স এর অভাবে আর যেন কোন মা-বাবা তার সন্তানকে বিনা চিকিৎসার কারণে না হারাতে হয় তা নিশ্চিত করার জন্য দাবি জানিয়েছেন অসহায় পরিবারের লোকজন রা।

ধর্ষিতা

● **প্রথম পাতার পর**

করেছে কৈলাশহর থানার পুলিশ।তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ।

নাবালিকার

● **প্রথম পাতার পর**

মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। পুকুরের জলে ডুবে নাবালিকার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

ক্রীড়াঙ্গন

টটেনহ্যাম-ম্যানইউ পয়েন্ট ভাগাভাগি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে 'নতুন শুরু' রাঙানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল টটেনহ্যাম হটস্পার। কিন্তু শেষ দিকের পেনাল্টি গোলে স্বস্তির ড্র নিয়ে প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে ফিরেছে ইউনাইটেড।পুনরায় শুরু হওয়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুই দলই নেমেছিল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে।টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে শুক্রবার ম্যাচটি ১-১ সমতায় শেষ হয়।সব প্রতিযোগিতা মিলে এই নিয়ে টানা ১২ ম্যাচ অপরাজিত রইলো ইউনাইটেড। গত ডিসেম্বরে লিগে প্রথম দেখায় মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের জোড়া গোলে টটেনহ্যামকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের দলটি।ত্রয়োদশ মিনিটে সন-হিয়ুং মিনের ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়া। ১০ম মিনিট পর র‍্যাশফোর্ডের শট ফেরান স্পার্স গোলরক্ষক উগো লরিস।স্টেভেন বেরহুইয়ানের একক প্রচেষ্টার দারুণ গোলে ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় সব প্রতিযোগিতা মিলে আগের ছয় ম্যাচে জয়শূন্য টটেনহ্যাম। সতীর্থের বাড়ানো বল ধরে গতিতে ইউনাইটেডের ডিফেন্ডারদের ছিটকে দিয়ে জোরালো শটে জাল খুঁজে নেন ২২ বছর বয়সী এই ডাচ ফরোয়ার্ড।একটু পর ডান দিক থেকে বেরহুইয়ানের ক্রসে সনের হেড দে হেয়া কোনোমতে কর্নারের বিনিময়ে ফেরালে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়নি।৬৩তম মিনিটে ফ্রেদকে তুলে নিয়ে পল পগবাকে নামান ইউনাইটেড কোচ উলে গুনার সুলশার। সমতায় ফিরতে মরিয়া দলটির আক্রমণের ধারও বাড়ে। তাদের ভালো একটি সুযোগ নষ্ট হয় ৬৬তম মিনিটে; অঁতনি মার্সিয়ালের শট ফিস্ট করে কর্নারের বিনিময়ে ফেরান লরিস।নির্ধারিত সময়ের নয় মিনিট বাকি থাকতে ব্রুনো ফের্নান্দেসের সফল স্পট কিকে স্বস্তি ফেরে ইউনাইটেডের তাঁবুতে। ডি-বক্সে পগবাকে এরিক দিয়ের ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।ম্যাচের শেষ দিকে এরিক ডায়ারের হালকা ছোঁয়ায় ব্রুনো ফের্নান্দেস পড়ে গেলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। জয় ছিনিয়ে নেওয়ার আশা জাগে ইউনাইটেডের। তবে ভিএআরের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বদলান রেফারি।৩০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে ইউনাইটেড। ৪২ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে জোসে মরিনিয়োর টটেনহ্যাম।২৯ ম্যাচে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৬০। লেস্টার সিটি (৫৩), চেলসি (৪৮) যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে।শুক্রবার অন্য ম্যাচে নরিচ সিটির মাঠে ৩-০ গোলে জিতে সাউথ্যাম্পটন।করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত থাকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ গত ১৭ জুন পুনরায় শুরু হয়।

মেসিদের মনে ফিরে আসছে ৬-১—এর দুঃসহ স্মৃতি

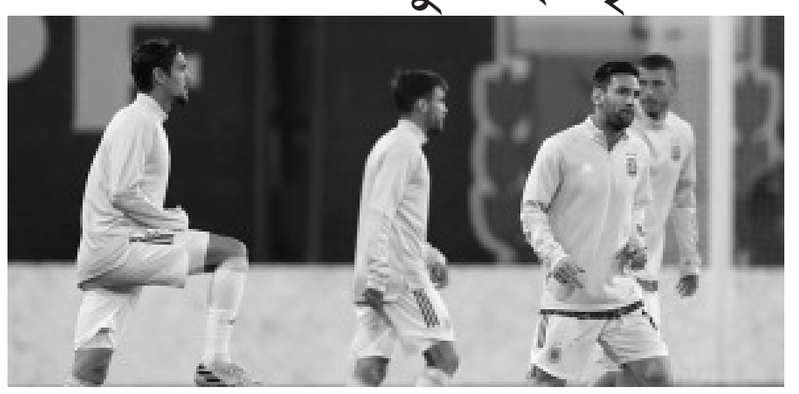

এগারো বছর আগের সেই দুঃস্মৃতি কী এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় লিওনেল মেসিকে? সেই ম্যাচের কথা মনে হলে কী এখনো বিচলিত হন তিনি? হয়তো হন। হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ সময় আজ রাত দুইটায় বলিভিয়ার বিপক্ষে লা পাজের এস্তাদিও এর্নান্দো সাইলেসে মুখোমুখি হওয়ার আগে মেসিদের মাথায় হাজারো শঙ্কা কাজ করাই স্বাভাবিক।

কী হয়েছিল এগারো বছর আগে? ২০০৯ সালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে এই লা পাজেই ডিয়েগো ম্যারাডোনার দল হেরেছিল ৬-১ গোলে। হ্যাটট্রিক করেছিলেন বলিভিয়ার ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হোয়াকিন বোতেরো, একটি করে গোল করেছিলেন মার্সেলো মার্তিনস মোরেনো, আলেক্স রদ্রিগো দা রোসা ও দিদি তোরিকো। আর্জেন্টিনার হয়ে সান্ত্বনাসূচক গোল করেছিলেন মিডফিল্ডার লুচো গঞ্জালেস।

এমন নয় যে আর্জেন্টিনা দুর্বল দল নিয়ে খেলতে নেমেছিল সেদিন। মূল একাদশে মেসি, হাভিয়ের মাচেরানো, কার্লোস তেভেজ, হাভিয়ের জানেত্তি, ম্যাক্সি রদ্রিগেজ, গ্যাব্রিয়েল হাইন্সা মোটামুটি সবাই-ই ছিলেন। তাও বলিভিয়া নাচিয়ে ছেড়েছিল আর্জেন্টিনাকে। কারণ একটাই। ম্যাচের ভেন্যু লা পাজের হার্নান্দো সাইলেস স্টেডিয়াম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার মিটার উঁচুতে। শুধু মেসিরাই নন, বলিভিয়ার বিপক্ষে দেশটার ঘরের মাঠে যে-ই খেলতে যায় না কেন, সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয় লা পাজের আবহাওয়া। খেলা তো দূর, ঠিকমতো দৌড়াতেও কষ্ট হয় সফরকারী দলের, কষ্ট হয় নিশ্বাস নিতে। মাঠে বলের বাউন্স বোঝা যায় না। বলিভিয়ার খেলোয়াড়েরা এমন পরিবেশে খেলতে অভ্যস্ত, সে কারণেই অধিকাংশ সময়েই সুবিধাটা চুটিয়ে নিয়ে নেয় তারা। ওই ম্যাচের পর ম্যারাডোনা বলেছিলেন, 'বলিভিয়ার প্রতিটা গোল আমার বুকে বিঁধছিল। ম্যাচের আগে আমরা যদি দুঃস্বপ্নেও দেখতাম এমনটা ঘটতে যাচ্ছে, তাহলেও আমরা ভাবতাম এটা অসম্ভব।'

শুধু এই ম্যাচ বলেই নয়। এর পরে মেসিরা গত ১১ বছরে আরও দুবার খেলতে গিয়েছিলেন লা পাজে। কোনোবারই বিজয়ীর হাসি নিয়ে দেশে ফিরতে পারেননি। ২০১৩ সালের মার্চে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের আরেক ম্যাচে আলেহান্দ্রো সাবেয়ার দল ১-১ গোল ড্র করেছিল বলিভিয়ার সঙ্গে। মার্সেলো মোরেনোর গোলে বলিভিয়া এগিয়ে গেলেও পরে আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফেরান এভার বানেগা। ২০১৭ সালে আবারও সঙ্গী হয় পরাজয়। সেবার বলিভিয়া জেতে ২-০ গোলে। আবারও আর্জেন্টিনা-হন্তারকের ভূমিকায় চলে আসেন মার্সেলো মোরেনো, বাকি গোলটা ছিল হুয়ান আর্চের।

বলিভিয়ার এই মাঠে আর্জেন্টিনা সর্বশেষ কবে জিতেছিল? খুঁজতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে দেড় দশক। ২০০৫ সালে লুসিয়ানো ফিগেরোয়া আর লুসিয়ানো গালেত্তির গোলে ২-১ গোলের জয় নিয়ে লা পাজ ছেড়েছিল আর্জেন্টিনা। সে জয়কে এখন মেসিদের কাছে অস্পষ্ট স্মৃতি বলেই মনে হবে হয়তো!আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনিও বোঝেন, এই ম্যাচে সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ আবহাওয়া, মাঠের এগারো জন নয়। তাই আগে আগেই দল নিয়ে লা পাজে চলে এসেছেন, যেন প্রস্তুতিটা অন্যান্য ম্যাচের চেয়েও ভালো হয়, 'আমরা আগে আগে এখানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই একটা কারণেই। আমরা দেখেছি, অন্যান্য দল এখানে কয়েক দিন আগেই চলে আসে বাড়তি প্রস্তুতির জন্য। আমরাও সেটাই করব। অধিক উচ্চতায় ভালো খেলার কোনো সূত্র নেই আসলে।

স্বাভাবিক ম্যাচের মতো কোনো ম্যাচ হবে না এটা, তাই আমরা আগেভাগে সতর্কতা অবলম্বন করছি।' দেখা যাক, এই সতর্কতায় কতটুকু কাজ হয়!

জাপানি মাতসুশিমাকে খেলাতে চায় বাফুফে

সুমাইয়া মাতসুশিমার জন্ম জাপানে। কিন্তু ২০ বছর বয়সী ফুটবলারের স্বপ্ন বাংলাদেশের জার্সিতে খেলা। সম্প্রতি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিক্যাল ও স্ট্র্যাটেজিক ডিরেক্টর পল স্মলির নজরে আসে সুমাইয়ার ফুটবল প্রতিভা। এরপরই বাফুফের টেকনিক্যাল কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে ফেডারেশনে ডেকে পাঠানো হয়। সুমাইয়াকে জাতীয় দলে সুযোগ দিতে চায় ফেডারেশন।

সুমাইয়ার মা তমোমি মাতসুশিমা জাপানি। বাবা মাসুদুর রহমান বাংলাদেশি। মায়ের কাজের সুবাদে কখনো জাপানে কখনো ঢাকায় থাকতে হয় সুমাইয়াকে। তবে পড়াশোনাটা বাংলাদেশেই করছেন। ছোট বেলায় ভাইয়ের সঙ্গে ফুটবল খেলতেন। এভাবেই ফুটবলের নেশাটা জন্মে তাঁর। বর্তমানে রাজধানীর সি ব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে 'এ' লেভেলে পড়ছেন। দুই বছর আগে ঢাকায় যে আন্তঃ স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়েছিল সেখানে দলের অধিনায়কত্ব করেন সুমাইয়া। সেবার টুর্নামেন্টের সেরা মিডফিল্ডার ও সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন। খেলতে গিয়ে লিগামেন্টে চোট পেয়েছিলেন গত বছর। ভারতে গিয়ে লিগামেন্টে অস্ত্রোপচার করে এসেছেন। এরপর এক বছর ফুটবল থেকে দূরেই ছিলেন। চিকিৎসকেরাও তাঁকে ফুটবল খেলতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ফুটবল ছাড়া ভালো লাগে না সুমাইয়ার। স্বপ্ন দেখেন জাতীয় দলে খেলার, 'ফুটবল ছাড়া আমি একদমই থাকতে পারি না। এত দিন স্কুল পর্যায়ে খেলেছি। এবার বাংলাদেশের হয়ে জাতীয় দলে খেলতে চাই।' করোনার মধ্যে ঘরে বসে না থেকে ফুটবল নিয়ে নানা রকম ফ্রি স্টাইল টেকনিক দেখাতে শুরু করেন। এ ছাড়া ফুটবল নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট দিতেন। তাঁর এই ভিডিও দেখেই মূলত পল স্মলি তাঁকে ডেকে পাঠান গত বৃহস্পতিবার।

তবে জাতীয় দলের কোচ গোলাম রব্বানী জানালেন, জাতীয় দলের ট্রায়ালে তাঁকে শিগগিরই সুযোগ দেওয়া হবে। গোলাম রব্বানী আজ প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা সুমাইয়ার সঙ্গে কথা বলেছি। ওর যে বয়স তাতে জুনিয়র দলের সঙ্গে অনুশীলনে নিতে পারছি না। তবে জাতীয় দলের দল গঠনের জন্য চূড়ান্ত ট্রায়াল সামনেই। ওই সময় সানজিদা, কৃষ্ণাদের সঙ্গে ওর ট্রায়াল নেওয়া হবে। ট্রায়ালে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে সেও জাতীয় দলে খেলতে পারবে।'বাফুফে সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকায় বাংলাদেশের জার্সিতে খেলতে কোনো সমস্যা হবে না সুমাইয়ার।

রোনালদো-দিবালাদের প্রথম ম্যাচ

শেষ তিন রাউন্ড ছাড়া সেরি আর বাকি ম্যাচগুলোর সূচি দিয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষ। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা ইউভেন্তুসের প্রথম ম্যাচ আগামী বছরের ২২ জুন।

লিগ পুনরায় শুরুর কথা জানানো হয়েছিল আগেই। সোমবার সূচি প্রকাশ করে জানানো হয়, লিগ শেষ হবে ২ অগাস্ট।

গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত থাকা লিগে সব ক্লাবের এখনও বাকি অন্তত ১২টি করে ম্যাচ। কয়েকটি ক্লাবের একটি করে ম্যাচ বেশি বাকি আছে। লিগ পুনরায় শুরু হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই খেলা আছে। শুধুমাত্র পাঁচ দিন কোনো ম্যাচ নেই।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আগে স্থগিত হওয়া চার ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরবে ইতালির শীর্ষ লিগ।

ম্যাচ পাতাতে পাকিস্তানিরা পেত দামি গাড়ি, লাখ টাকা

আরেকবার ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে মুখ খুললেন সাবেক পাকিস্তানি পেসার আকিব জাভেদ। নব্বই দশকে পাকিস্তান ক্রিকেট ছিল ম্যাচ পাতানোর "ক্যানসারে" আক্রান্ত। এই সময়টাই দেশের হয়ে খেলেছিলেন আকিব। ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তান দলেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। ম্যাচ পাতানোর অনেক কিছুই খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি।

ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিসের ছায়ায় থেকেই ক্যারিয়ার শেষ করেছেন আকিব। প্রতিভায়, সামর্থ্যে সে সময় বিভিন্ন দলের খেলা অনেক পেসারের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরেও তাঁর ক্যারিয়ার খুব দীর্ঘ হয়নি। অনেকেই বলেন ম্যাচ পাতানোর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের কারণেই নাকি তাঁর এই পরিণতি। আকিব নিজেও এমনটাই মনে করেন। ক্যারিয়ারে বেশ কয়েকবার ম্যাচ পাতানোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেকারণেই খুব বেশিদিন দেশের হয়ে খেলতে পারেননি তিনি, "খেলোয়াড়ি জীবনে নাকি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বছরের পর বছর ম্যাচ ফিক্সিং করতে দেখছেন আকিব। বেশ কয়েকবার ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দেওয়ায় নাকি আকিবের ক্যারিয়ার দীর্ঘ হয়নি, "আমি যখন ফিক্সিং সম্পর্কে জানতে পারলাম, তখন আমি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেই। এর ফলে আমার ক্যারিয়ার দীর্ঘ হয়নি কিন্তু আমার মূল্যবোধে আমি বিশ্বাস রাখি। অনেক সফর থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হয় ফিক্সিংয়ে বিরোধিতা করার জন্য। আমার সঙ্গে যারা চলাফেরা করতো তাদেরও তিরস্কার করা হতো।"

তিনি পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যমকে পাকিস্তানের এক সাবেক ক্রিকেটারের কথা বলেছেন। সেলিম পারভেজ নামের এই ক্রিকেটার ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের হয়ে খেলেছিলেন। পারভেজ নাকি ক্রিকেটার ম্যাচ পাতাতে লোভনীয় সব প্রস্তাব দিতেন, "সেলিম পারভেজ ম্যাচ পাতাতে দামি গাড়ি, লাখ লাখ রুপির লোভ দেখাত ক্রিকেটারদের। অনেকে লোভ সামলাতে না পেরে এতে জড়িয়ে পড়ত। কিন্তু এসব ব্যাপার জেনেও চুপ করে থাকতে হতো। যারা মুখ খুলত, তাদের ক্যারিয়ারই ধ্বংস করে দেওয়া হতো।"

পাকিস্তানের হয়ে ২২ টেস্ট ও ১৬৩ ওয়ানডে খেলেছেন আকিব। টেস্টে ৫৪ ও ওয়ানডেতে ১৮২ উইকেটের মালিক এই ডানহাতি সুইং বোলার বর্তমানে কোচ হিসেবেও সুনাম কুড়িয়েছেন। ১৯৯১ সালে শারজায় ভারতের বিপক্ষে তাঁর ৭ উইকেটের কীর্তি স্মরণীয়ই হয়ে আছে।

সৌরভকে এখনো পোড়ায় দ্রাবিড়ের সেই 'না পাওয়া'

রাজার মতোই নিজের টেস্ট ক্যারিয়ারটা শুরু করেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। লর্ডসে দারুণ এক সেঞ্চুরি করে। গতকাল ২০ জুন ছিল তাঁর টেস্ট অভিষেকের দুই যুগ পূর্তি। কেবল সৌরভই নন, রাহুল দ্রাবিড়ের টেস্ট অভিষেকও হয়েছিল একই দিনে। সৌরভের মতোই তাঁর শুরুটাও সেঞ্চুরি দিয়েই হতে পারত। কিন্তু অল্পের জন্য সেটা হয়নি। মাত্র ৫ রান দূরে থেকেই ৯৫ রানে শেষ হয়েছিল দ্রাবিড়ের অভিষেক টেস্ট ইনিংস।একই সঙ্গে দুজনের অভিষেক, নিজে শুরুটা রাঙালেন সেঞ্চুরি দিয়ে, কিন্তু বন্ধু পারলেন না অল্পের জন্য। ব্যাপারটা পোড়ায় সৌরভকে। সেটা তিনি দ্রাবিড়ের সঙ্গেই এক আলাপচারিতায় বলেছেন তিনি। আইসিসি সৌরভ—দ্রাবিড়ের টেস্ট অভিষেকের দিনটি স্মরণ করে টুইটারে সেই ভিডিওটা পোস্ট করেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সৌরভ—দ্রাবিড়ের ঠিক ১৫ বছর পর একই তারিখে টেস্ট অভিষেক ঘটে ভারতীয় ক্রিকেটের আরেক রাজপুত্র বিরাট কোহলির।

দ্রাবিড়ের সেঞ্চুরিটির জন্য মুখিয়ে ছিলেন সৌরভ। সেটা তিনি জানিয়েছেন, "আমি আউট হয়ে গিয়েছিলাম আগে। আমার আউটের পরদিন সকালে দ্রাবিড় আউট হয়ে গেল ৯৫ রানে। মনে আছে আমি ওর সেঞ্চুরির আশায় দীর্ঘক্ষণ লর্ডসের ড্রেসিং রুমের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি দ্রাবিড়কে অনূর্ধ—১৫ ক্রিকেট খেলতে দেখেছি। আমাদের অভিষেক একই সঙ্গে হয় লর্ডসে। সেদিন দ্রাবিড় যদি সেঞ্চুরি পেয়ে যেত, তাহলে দারুণ ব্যাপার হতো।"

অভিষেক টেস্টের তৃতীয় দিনে সৌরভ পেয়েছিলেন তাঁর সেঞ্চুরিটি। ৩০১ বলে ১৩১ রানের অসাধারণ সেই ইনিংসে মেরেছিলেন ২০টি বাউন্ডারি। সৌরভের সেই সেঞ্চুরি দারুণ উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দ্রাবিড়কে। পরবর্তী সময়ে দ্রাবিড় ছিলেন সৌরভরে নির্ভরযোগ্য সতীর্থ অধিনায়কত্বের উত্তরসূরি, "সৌরভের ব্যাটিং দেখে আমার মনে হয়েছিল, আমিও তো তাহলে কিছু করতে পারি। আমি সেই সেঞ্চুরি থেকে প্রেরণা খুঁজছিলাম। সৌরভ সেঞ্চুরি পাওয়ায় খুবই খুশি হয়েছিলাম।"

অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান চাই

Ref. East Women PS Case No.55/2020 Dated 07/10/2020 u/s 498(A)I.P.C.

পাশের ছবিটি একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম - বিশ্বজিৎ রায় পিতা - জগৎ জেত্রিত রায় সাং- কৃষ্ণনগর নোয়াগাঁও থানা - এন সি সি পশ্চিম ত্রিপুরা। বয়স - ৩৭ বছর। গত ০৭/১০/২০২০ইং তারিখে উপর উল্লেখিত মোকদ্দমায় অপরাধ করার পর নিখোঁজ হয়েছেন।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা - ০৩৮১ ২৩২ ৪৯১৮

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-670/2020

পানীয় জলের সমস্যায় খামতিং কামি পাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ অক্টোবর।। ত্রিপুরা রাজ্যের বড়মুড়া পাহাড় আজও তৃষ্ণার্ত। নেই জল সংগ্রহের রাস্তা তো নেই বিশুদ্ধ পানীয় জল এর ব্যবস্থাপনা। জাতীয় সড়ক থেকে ওই গ্রামগুলিতে প্রবেশের অর্থাৎ যাতায়াতের জন্য ইট সলিং রাস্ত থাকলেও বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যায় জর্জরিত জনজাতি অংশের লোকেরা। ঘঠনা বড়মুড়া পাহাড়ের খামতিং কামি এলাকার বিভিন্ন পাড়ায়। বিগত দিনে এডিসি প্রশাসনে সিপিআইএম দল ক্ষমতায় থেকে জনজাতি অংশের লোকেদের জন্য জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন করে দিলেও সংস্কারের অভাবে আজ তা দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পানীয় জলের জন্য ওই এলাকার বিভিন্ন পাড়ার জনগণ বেশ কয়েকবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। তখন তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন এবং জিরানিয়া মহকুমার আধিকারিকরা অবরোধ স্থলে পৌছে এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও বেশ কয়েক দফায় দেওয়া হয়। কিন্তু গিরিবাসীদের জীর্ণ দশা যেমন ছিল আজ ও ঠিক একই তিমিরে রয়ে গেছে। পাহাড় জঙ্গল উচু নিচু পথ বেয়ে বড়মুড়া পাহাড় এর নিচু স্তর এর হাওড়া ছড়া থেকে অপরিশ্রুত পানীয় জল সংগ্রহ করা আজও তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। যে ছরাতে বড়মুড়া অবস্থিত ওএনজিসির তেল শোধনাগার এর বর্জ্য পদার্থ এই ছড়াতে ভেসে আসায় জল দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। যে জল ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত ঐ পরিবারগুলির আত্মীয় পরিজন জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হতে থাকে। সংবাদে জানা গেছে বড়মুড়ার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা গুলি মতই খামতিং কামি একটি প্রত্যন্ত এলাকা।

ক্ষমতায় এলে ১০ লক্ষ যুবকের সরকারি চাকরি নিশ্চিত করব তেজস্বী যাদব

পাটনা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): বিহারে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) ক্ষমতায় এলে, সর্বপ্রথম কাজ হবে রাজ্যের ১০ লক্ষ যুবকের সরকারি চাকরি নিশ্চিত করা। জানিয়ে দিলেন লালু-পুত্র তেজস্বী যাদব। বুধবার রাঘোপুর বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাওয়ার প্রাক্কালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তেজস্বী যাদব। সাংবাদিকদের তিনি জানান, ”আমরা যদি সরকার গঠন করি, সর্বপ্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে আমরা যা করব তাল হল, ১০ লক্ষ যুবকের সরকারি চাকরি নিশ্চিত করা। বিহারের বৈশালীতে একটি নির্বাচনী সভায় আরজেডি-কে তীব্র আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, ”আরজেডি যদি বিহারের ক্ষমতায় আসে, তাহলে কাশ্মীর থেকে পালিয়ে বিহারে এসে আশ্রয় নেবে সন্ত্রাসবাদীরা।’’ এ প্রসঙ্গে তেজস্বী যাদব বলেছেন, বিহারে বেকারত্বের হার ৪৬.৬ শতাংশ। কর্মসংস্থানের ভয়, দারিদ্র, অনাহার ও মাইগ্রেশন নিয়ে তাঁর কী বলার আছে? বিগত ১৫ বছরে তাঁদের ডাবল-ইঞ্জিনের সরকারই বা কী করেছে?’’

এদিন রাঘোপুর বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাওয়ার আগে মা রাবড়ি দেবী এবং দাদা তেজপ্রতাপ যাদবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন তেজস্বী। ভারাক্রান্ত মনে লালুপ্রসাদ যাদবের স্ত্রী রাবড়ি দেবী জানান, ”বিহারের জনগণ এবং প্রতিটি মানুষ লালুজির শুন্যতা অনুভব করছেন।’’ প্রসঙ্গত, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় এই মুহূর্তে জেলবন্দি রয়েছেন লালুপ্রসাদ যাদব।।

ডম্বুরনগর বিডিওকে ডেপুটেশন জিএমপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গনমুক্তি পরিষদ এবং উপজাতি যুব ফেডারেশন গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে বুধবার মহকুমা এলাকার জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ২১ দফা দাবী সনদ ডুম্বুর নগর ব্লক আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এর আগে সকাল দশটায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটা বিশাল মিছিল পার্টির মহকুমা কার্য্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ডুম্বুর নগর ব্লক চৌমুনীতে এসে শেষ হয়। পরে সেখান থেকে ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ব্লক আধিকারিকের সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হয়। দাবি গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - সংসদের আসন্ন অধিবেশনেই এডিসির হাতে অধিক ক্ষমতা ও অর্থ প্রদানের বিল এবং কক-বরক ভাষাকে সংবিধানের ৮ম তপশীলে অন্তর্ভূক্তির জন্য বিল পাশ করাতে হবে। প্রত্যেক পরিবারকে আগামী ছয় মাস নগদ ৭৫০০ টাকা এবং পরিবারের সকলকে মাথাপিছু ১০ কেজি করে চাউল বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। পারিযায়ী শ্রমীকদের কর্মসংসানের জন্য বিনা জামিনে স্বল্প সুদে কমপক্ষে দশ লক্ষ টাকা করে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করতে হবে। ১০০ শতাংশ রোষ্টার মেনে অবিলম্বে সমস্ত দপ্তরের শূন্যপদ পূরন করতে হবে। চাকুরীচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের সকলকে চাকুরীতে পুনবর্হাল করতে হবে। তারসাথে সর্বশিক্ষা অভিযান, রেগা এবং জাতীয় স্বাস্য মিশনে নিযুক্ত সমস্ত চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের অভিলম্বে নিয়মিত করতে হবে। গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ করে উন্নত স্বাস্য পরিষেবা দিতে হবে। সামাজিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ইন্টারবিউর নামে মানুষের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

ব্লক আধিকারিক তাদের দাবী গুলোর যুক্তিকথা স্বীকার করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবসা গ্রহন করার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করাবেন বলে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনকালে উপসিত ছিলেন সংগঠনের নেতৃত্ব সুমতি রঞ্জন চাকমা, সন্তোষ চাকমা, ললিত ত্রিপুরা, পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, শ্রমিক নেতৃত্ব সুশান্ত হাজারি প্রমুখ।

কৃষিমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়ের হাতধরে সূচনাহল কৃষক জ্ঞানার্জন কেন্দ্রেরর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ অক্টোবর।। শান্তির বাজার জেলাহাসপাতাল সংলগ্ন কৃষি আঞ্চলিক অফিস প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কৃষকদের সুবিধার্থে শুভ সূচনা হলো কৃষক জ্ঞানার্জন কেন্দ্রের। আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন, ফলক উন্মোচন ও ফিতাকেটে কৃষক জ্ঞানার্জন কেন্দ্রের শুভ দ্বারোদঘাটন করেন ত্রিপুরার কৃষি, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। উদ্ভোদকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিন জেলার জেলা সহ সভাতিপতি বিভিষন চন্দ্র দাস, শান্তির বাজার পৌর পরিষদে চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, বগাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান অশোক মগ, শান্তির বাজারের বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামলাল দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। আজকের এই অনুানে স্বাগত ভাষন রাখেন বগাফা কৃষি আধিকারিক দেবাশিষ পাল। অনুষ্ঠানেবক্তব্য রাখতেগিয়ে কৃষিমন্ত্রী বর্তমান সরকার কৃষকদের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন তা নি কিছু বক্তব্য সকলের সামনে তুলেধরেন। তার পাশাপাশি বিগত বাম আমলে সরকারের বিভিন্ন ব্যার্থতার কথাও সকলের সামনে তুলেধরেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য শেষে বেনিফিসারীদের হাতে ৬ টি ট্রাকটার, ১টি ধানকাটার মেশিন, ১০ টি উটার মেশিন, ৩ টি স্প্রে মেশিন, ৬০ পেকেট মাশরুমের স্পন্ড ও ৪ হাজার বেগুন, মরিচ ও টমেটুর চারা প্রদান করাহয়। অনুষ্ঠান শেষে কৃষিমন্ত্রী মাররুমের স্পন্ড উৎপাদনের ল্যাবগুলি পরিদর্শন করে এবং সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে মাশরুম উৎপাদনের উপকারিতা সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলেধরেন। মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় আশাবেক্ত করেন এই মাশরুম উৎপাদন করে অধিকাংশ লোকজন আর্থিক দিকদিয়ে সাবলম্বী হয়েউঠবে।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। সোনামুড়া মহাকুমার মেলাঘর থানা এলাকার ইন্দিরানগর আবুল হোসেনের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া একটি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা সুনির্দিষ্ট খবর পান ইন্দিরা নগরের আবুল হোসেনের বাড়িতে একটি চুরি যাওয়া মজুত রয়েছে।সেই সংবাদের ভিত্তিতে মেলাঘর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আবুল হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় গোয়েন্দা পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে যথারীতি একটি বাইক উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাড়ির মালিক আবুল হোসেনকে পাকড়াও করতে পারেনি পুলিশ। এ ব্যাপারে মেলাঘর থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বাইকটি চুরি করে বাংলাদেশে পাচারের জন্যই আবুল হোসেনের বাড়িতে মজুদ রাখা হয়েছিল। উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংখ্যায় ঘটনা ঘটেছে।বেশিরভাগ বাইক সোনামুড়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে বলে খবর রয়েছে।

মনুতে পাঁচ দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। মনু থানা এলাকার শিববাড়ি বাজারে এক মিলাতে পাঁচটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে মোবাইল ফোন বিক্রয় কেন্দ্র এবং মুদি দোকান সহ মোট পাঁচটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে।চোরের দল পাঁচটি দোকানে হানা দিয়ে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে বলে জানা গিয়েছে। এ ব্যাপারে মনু থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া মালপত্র উদ্ধার কিংবা চোরদের আটক করা সম্ভব হয়নি।একই রাতে শিববাড়ি বাজারের পাশে দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র আদমকে সৃষ্টি হয়েছে।শিববাড়ি বাজার সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

কদমতলায় এসসপিও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৪ অক্টোবর।। ত্রিপুরা সরকার ঘোষিত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আওতাধীন এসপিও পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ইন্টারভিউ নেওয়া হলো উত্তর জেলার কদমতলায়। আজ সকাল ৯ টা থেকে কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে এসপিও পদের ইন্টারভিউ শুরু হয়।চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফেন্সিসডার্লং,কদমতলা থানার ওসি সহ উত্তর জেলার প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি বোর্ডের মাধ্যমে আজকে কদমতলা ও চুড়াইবাড়ি থানাধীন ৫১৭ জন সানীয় যুবক যুবতীদের এসপিও পদে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। কদমতলা থানার আওতাধীন ২৯১ জন স্থানীয় যুবক-যুবতী এসপিও পোদে ইন্টারভিউতে অংশ নেন। তারমধ্যে পুরুষ ২২৮ এবং মহিলা ৬৩ জন। অপরদিকে চুরাইবাড়ি থানাধীন ২২৬ জন পুরুষ মহিলা ইন্টারভিউতে অংশ নেন। যার মধ্যে পুরুষ ১৯১ এবং মহিলা ৩৫ জন। সকাল থেকে সারিবদ্ধ ভাবে নেওয়া হয় এসপিও পদে আবেদনকারী যুবক যুবতীর ইন্টারভিউ।

এদিকে উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফ্রেন্সিসডার্লং জানান, আজ থেকে রাজ্য সরকার ঘোষিত এসপিও পদের ইন্টারভিউ শুরু হয়েছে। আজ উত্তর জেলার কদমতলা চুড়াইবাড়ি থানার আওতাধীন ৫১৭ জন পুরুষ মহিলার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। আগামী দিনে নির্ধারিত তারিখ নির্ধারণ করে অন্যান্য জায়গায় ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরো জানান, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধ ভাবে এসপিও পদের আজকের ইন্টারভিউ সম্পন্ন হয়।

বিএসএফের তৎপরতায় গবাদি পশু ফেরত পেলেন গৃহস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। বিএসএফের তৎপরতায় বক্সনগর এর বাগবের এলাকার দুটি গবাদিপশু ফেরত পেলেন এলাকার প্রাক্তন উপ প্রধান অনিল দাস। বিএসএফের ভূমিকায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন তিনি। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বক্সনগর এর বাগবের গাও সবার প্রাক্তন উপপ্রধান অনিল দাস এর বাড়িতে হানা দিয়ে গোয়াল ঘর থেকে দু’’টি গবাদিপশু নিয়ে যায় চোরের দল।বিএসএফের টহলদারি জওয়ানরা দুধপুর সীমান্ত এলাকায় গরু পাচারকারীদের খাওয়া করলে দুটি গরু ফেলে পালিয়ে যায় তারা। সেখান থেকে দুটি গরু উদ্ধার করে বিএসএফ জওয়ানরা। খবর পেয়ে গরুর মালিক প্রাক্তন উপপ্রধান অনিল দাস সেখানে ছুটে যান। সমস্ত ঘটনা বিএসএফের স্থানীয় আধিকারিক জানান।তখন এই বিএসএফ জওয়ানরা আটক করা দুটি গরু গরুর মালিক অনিল দাস এর হাতে তুলে দেয়। গরু ছাড়া পেয়ে খুব খুশি প্রাক্তন উপপ্রধান সহ স্থানীয় লোকজন।বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তে নজরদারি বজায় রাখলে বাংলাদেশি চুরেরা এবং পাচারকারীরা কোনভাবেই চুরি এবং পাচার সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ জনগণের অভিমত।

মেলাঘরে বাংলাদেশী নাবালক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। মেলাঘর বিওসি সংলগ্ন এলাকা থেকে বাংলাদেশের এক নাবালককে আটক করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে আটক নাবালকের বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লার কুসুমপুর এলাকায়।

তার মায়ের মৃত্যুর পর বাবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।সীমান্ত দিয়ে সে এক বাড়ীতে কাজ করতো ওই নাবালক। সকালবেলা বাড়ির মালিক তাকে মারধর করায় বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে সে। মেলাঘর বিওসি সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল সে।তখন ঐ স্থানীয় লোকজন তাকে আটক করে পুলিশে খবর দেন।

খবর পেয়ে মেলাঘর থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে ওই নাবালককে আটক করে।

আটক বাংলাদেশী নাবালককে মেলাঘর থানার পুলিশ চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দিয়েছে। চাইল্ড লাইন তাকে হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

দিল্লির বাতাসে দূষণ বাড়ছেই, অস্বস্তিতে রাজধানীর মানুষজন

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): রাজধানী দিল্লির দূষণে সেখানকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে ব্যাহত হতে বসেছে। গত কয়েকদিনের মতো বুধবার সকালেও ”দূষিত” ছিল দিল্লির বাতাবরণ। বুধবার সকালে ইন্ডিয়া গেট, আনন্দ বিহার সর্বত্রই দূষণের কবলে ছিল। আনন্দ বিহারে এদিন সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ২৭৫, যা অনেকটাই খারাপ। তবে, আবহবিদরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার থেকে খানিকটা উন্নতি হতে পারে দিল্লির বায়ুমন্ডল। বাতাসে ক্ষতিকর উপাদানের বাড়া-কমা নির্ভর করে ‘এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স’ বা বাতাসের গুণমানের সূচকের উপরে। ক্ষতিকর উপাদানের পরিমাণ বাড়তে থাকলে ওই সূচকও বাড়তে থাকে।

দিল্লির দূষণে হাঁসফাঁস অবস্থা রাজধানীর সাধারণ মানুষের। করোনাভাইরাসের জন্য প্রতিটি মানুষের মুখেই এখন মাস্ক, এই মাস্কই দূষণ থেকেই খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে। দূষণ থেকে মানুষজনকে বাঁচাতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, বাতাসে পিএম১০ বা ভাসমান ধূলিকণার সহনশীল পরিমাণের মাত্রা হল প্রতি ঘনমিটারে ১০০ মাইক্রন। ১০০ মাত্রা ছাড়ালে শ্বাসকষ্টের-রোগীদের শ্বাসের সমস্যা শুরু হয় ধীরে ধীরে। ওই মাত্রা ২০০, ৩০০ ও ৪০০ মাইক্রন ছাড়ালে পরিস্থিতি যথাক্রমে ‘খারাপ’, ‘খুব খারাপ’ ও ‘বিপজ্জনক’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

উত্তর প্রদেশে চিত্রকূটে ”আত্মঘাতী” ধর্ষিতা কিশোরী, তদন্তে পুলিশ

চিত্রকূট (উত্তর প্রদেশ), ১৪ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে মহিলাদের প্রতি অভব্য আচরণের ঘটনা দিন দিন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এবার উত্তর প্রদেশের চিত্রকূট জেলায় আত্মঘাতী হলেন গণ-ধষর্ণের শিকার একজন দলিত কিশোরী। মঙ্গলবার নিজ বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় বছর ১৫-র ওই নির্যাতিতা কিশোরী। চিত্রকূটের পুলিশ সুপার অঙ্কিত মিত্তল জানিয়েছেন, মঙ্গলবার মানিকপুর এলাকায় নিজ বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে ওই কিশোরী আত্মঘাতী হয়েছে। মৃত্যুর পর ওই কিশোরীর পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন, গত ৮ অক্টোবর ধর্ষণের শিকার হয়েছিল তাঁদের মেয়ে। অভিযোগের তির ৩ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে।

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ওই কিশোরীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই গ্রামের প্রাক্তন প্রধানের ছেলে কিশান উপাধ্যায় এবং আশিষ ও সতীশ নামে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, পকসো এবং এসসি/এসটি আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। বুধবার সিও সিটি রজনীশ যাদব জানিয়েছেন, এসসি/এসটি আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই কিশোরীর মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি আমরা। তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রবল বর্ষণে বন্যা পরিস্থিতি হায়দরাবাদে, মৃত্যু বেড়ে ১১

হায়দরাবাদ, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): একনাগাড়ে প্রবল বর্ষণে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে হায়দরাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে। রেড্ডি কলোনি, চম্মাপেট-সহ হায়দরাবাদ শহরের বিভিন্ন প্রান্ত জলের তলায়। প্রবল বৃষ্টিতে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে হায়দরাবাদে। সবমিলিয়ে মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে হায়দরাবাদের বান্ডলাগুড়া এলাকার মহম্মদিয়া হিলসে বাউন্ডারি দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের এবং প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ৪ জনকে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার (ফালাকনুমা) এম এ মজিদ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত এগারোটা নাগাদ মহম্মদিয়া হিলসে বাউন্ডারি দেওয়াল আচমকাই ভেঙে পড়ে। দু’’টি বাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ঘটনাস্থলেই ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪ জনকে আহত অবস্থায় ওয়েইসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপর একটি ঘটনায় ইব্রাহিমপটনাম এলাকায় পুরানো বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৪০ বছর বয়সী একজন মহিলা এবং ১৫ বছর বয়সী কিশোরীর।

বিগত ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে অবিরাম বর্ষণে ভাসছে হায়দরাবাদ-সহ তেলেঙ্গানার বিভিন্ন প্রান্ত। রেড্ডি কলোনি, চম্মাপেট-সহ হায়দরাবাদ শহরের বিভিন্ন নীচু এলাকা জলের তলায়। জল জমেছে বেগম বাজার, খৈরাতাবাদ, বেগমপেট, শাইকপেট, মাল্লাপুর, মৌলা আলী প্রভৃতি এলাকা। ফলে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। বন্যা পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে হায়দরাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে।

২৪ ঘন্টায় ১১.৪৫ লক্ষ, ভারতে ৯ কোটি ছাড়াল করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,০০,৯০,১২২-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১.৪৫ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ অক্টোবর (মঙ্গলবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৪৫,০১৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯,০০,৯০,১২২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। কমছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্ত ৭২,৩৯,৩৯০ জনের মধ্যে ৬৩,০১,৯২৭ জন করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮,২৬,৮৭৬ জন। ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,১০,৫৮৬-তে পৌঁছেছে।

হেলমন্দে দু’’টি আফগান হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ, মৃত্যু কমপক্ষে ১৫ জনের

কাবুল, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রদেশে আফগান বায়ুসেনার দু’’টি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৫ জন। মঙ্গলবার রাতে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে হেলমন্দ প্রদেশের নওয়া জেলায়। যদিও, এই হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দেয়নি আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে নওয়া জেলায় সংঘর্ষ হয় আফগান বায়ুসেনার দু’’টি হেলিকপ্টারের। সংঘর্ষের পর হেলিকপ্টার দু’’টি মাটিতে আছড়ে পড়ে।

সূত্রের খবর, কমান্ডোদের নামানোর পর জখম জওয়ানদের নিয়ে যাচ্ছিল হেলিকপ্টার দু’’টি। রাতের অন্ধকারে সংঘর্ষের পর হেলিকপ্টার দু’’টি মাটিতে আছড়ে পড়ে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কোনও মন্তব্য না-করলেও, জানা গিয়েছে-হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মোট ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। অপর একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের সংখ্যা ৮। প্রাদেশিক গভর্নরের মুখপাত্র ওমর জয়াক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করলেও, বিশদে কিছুই জানাননি।

মাল গাড়ির ধাক্কায় ভূপাতিত হলো নেতাজির স্ট্যাচু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। মাল গাড়ির ধাক্কায় ভূপাতিত হলো নেতাজি স্ট্যাচু। ঘটনা বিলোনিয়া শহরের এক নং টিলা বাজারে। নেতাজি স্ট্যাচুর ভাঙ্গার ঘটনায় বিলোনিয়াতে ক্ষোভে ফুঁসছে বিলোনিয়া বাসী। অতিসত্বর নেতাজি স্ট্যাচুটি বসানোর দাবি উঠছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় , বুধবার রাতে একটি মালবাহি গাড়ি পেছনের দিকে বাক নিতে গিয়ে এক নং টিলা বাজারে স্থায়ী নেতাজির স্ট্যাচু মাটিতে পড়ে যায়। ওই সময় কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ী ঘটনা দেখে চালক সহ গাড়িটিকে আটক করে।পরবর্তী সময়ে ওই গাড়ির মালিক ব্যবসায়িকদেরকে কথা দিয়ে যায় নেতাজি স্ট্যাচু ঠিক করে দেওয়া হবে। কিন্তু এখনো স্ট্যাচুটি মেরামত করে সারাই করার কোন উদ্যোগ গ্রহন করেনি। বুধবার সকালে যখন লোকজন বাজারে আসে বিষয়টি তাদের নজরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পরে।

পুদুচেরিতে মৃত্যু বেড়ে ৫৬৮ করোনা-সংক্রমিত ৩২,২৪৫

পুদুচেরি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): ধীরে ধীরে কমছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও একজনের। এছাড়াও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৪৬ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৬৮ এবং ৩২,২৪৫।

করোনা-সংক্রমণ ৭২.৩৯ লক্ষ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,১০,৫৮৬ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য ভারতে বেড়েই চলেছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭৩-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭২,৩৯,৩৯০-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৩,৫০৯ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১০,৫৮৬ জন এবং মোট সংক্রমিত ৭২,৩৯,৩৯০ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৩,০১,৯২৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৭৬।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ১,১০,৫৮৬ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬,২৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ২৮ জন, অসমে ৮৩০ জন, বিহারে ৯৬১ জনের, চন্ডীগড়ে ১৯৭ জন, ছত্তিশগড়ে ১,৩০৬ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু’’জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,৮৫৪ জনের, গোয়া ৫১৪ জন, গুজরাটে ৩,৫৮৪ জনের, হরিয়ানায় ১,৬০১ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২৫৪ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,৩৪০ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৮০৫ জনের, কর্ণাটকে ১০,১২৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১,০৪৬ জন, লাদাখে ৬৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,৬৭১ জন, মহারাষ্ট্রে ৪০,৭০১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৯৭ জন, মেঘালয়ে ৬৫ জন, নাগাল্যান্ডে ১৯ জন, ওড়িশায় ১,০৫৭ জনের, পুদুচেরিতে ৫৬৭ জন, পঞ্জাবে ৩,৮৯৪ জন, রাজস্থানে ১,৬৭৯ জনের, সিকিমে ৫৯ জন, তামিলনাড়ুতে ১,০৩,৭১ জন, তেলেঙ্গানায় ১,২৪১ জন, ত্রিপুরায় ৩১৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ৭৮২ জন, উত্তর প্রদেশে ৬,৪৬৬ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫,৭৪৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৩ শতাংশ করোনা-রোগীর, সুস্থ হয়েছেন ৮৭.০৫ শতাংশ রোগী এবং চিকিৎসাধীন ১১.৪২ শতাংশ রোগী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।